আমার মাটি

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা-১২

ভারতীয় গণনাট্যসঙ্ঘ (দেশবন্ধুনগর) কর্তৃক **রঙমহলে** তৃতীয় অভিনয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০।

দাম : **তিন টাকা**

॥ **প্রথম সংস্করণ** ॥

প্রকাশক : সুধীর বিশ্বাস, দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা।

মুদ্রক : সুবোধচন্দ্র মণ্ডল। কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৯, শিব নারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬।

॥ কথামুখ ॥

দেশের ভূমি সংস্কার ও কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় শুধু মাত্র কৃষকজীবনকে কেন্দ্র করেই এই নাটক লেখার প্রয়াস। বলাই বাহুল্য, পরিপূর্ণ ভূমি-সংস্কার সংগঠিত না হলে যে গোটা ভারতবর্ষের মুক্তি নেই—এই বক্তব্যকেই নাটকে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছি। সফল হয়েছি কিনা সে বিচারের ভার রসিকজনের উপর।

১৯৫৫ সালে এই নাটক লেখার সুরু। শেষ করি ১৯৫৮ সালে।

ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ, নাগের বাজার, শাখার সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীনিত্য বসুর তুরন্ত তাগিদ না থাকলে হয়ত এ নাটক সম্পূর্ণ হত না। তিনিই প্রথমে এ নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন। পরে গণনাট্য সঙ্ঘ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সহ সম্পাদক শ্রীঅজিত বন্দোপাধ্যায় তাঁর পরিচালনায় নাটকখানি মঞ্চস্থ করেন। তাই এঁদের কাছে আমি অশেষ ঋণে ঋণী।

দেশবন্ধুনগর
ডিসেম্বর, '৫৯, ২৪ পরগণা

মনোরঞ্জন বিশ্বাস

॥ চরিত্রলিপি ॥

হাজারী	॥	প্রৌঢ় ভাগচাষী
কালা	॥	ঐ পুত্র (যুবক)
শশী	॥	প্রৌঢ় ভাগচাষী
বৃন্দাবন	॥	ঐ পুত্র (শিক্ষিত যুবক)
সুবল	॥	মধ্যবয়স্ক ভাগচাষী
রতন	॥	জোতদার
কৃষ্ণ	॥	বহুরূপী
রাধা	॥	ঐ
যমুনা	॥	হাজারীর অবিবাহিতা কন্যা

ভাগচাষীগণ

বাংলার কৃষক আন্দোলনে

শহীদ স্মরণে

আমার মাটি

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[হাজারী মণ্ডলের বাড়ীর উঠোন। উঠোনের পর খড়ে ছাওয়া একটা মাটির ঘর। সামনে দাওয়া। ঘরের পাশ দিয়ে বেড়া। বেড়ার গায়ে একটা গরুর গাড়ীর ভাঙ্গা চাকা। দাওয়ার নীচে একটা লাঙ্গল আর বিঁদে। দাওয়ায় উঠতে দু'ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে উঠতে হয়। দাওয়ার এক পাশে দু'টো কলসী। খুঁটির গায়েএকটা হুঁকো ঝুলছে। উঠোনের একপাশে কাপড় টানাবার একটি আড়া। একটি তুলসী মঞ্চ। অঘ্রানের শেষ। বেলা নটা কি দশটা। একঘড়া জল নিয়ে প্রবেশ করে যমুনা। বয়স ষোল কি সতের। ঘড়াটা দাওয়ায় রেখে ঘরের মধ্যে চলে যায়]

হাজারী। (নেপথ্যে) ওরে যমুনা—যমুনা— [প্রবেশ করে]

[বয়স পঞ্চাশের এর কাছাকাছি। একহাতে একটা গাড়ু, আর একহাতে গামছায় বাঁধা কিছু জিনিস। মাথায় সুতির চাদর জড়ান। গায়ে ময়লা ফতুয়া। খালি পা।] ওরে ও যমুনা—

যমুনা। (নেপথ্যে) এই তো—

[বলতে বলতে একধামা ধান কাঁখে নিয়ে বেরিয়ে আসে]

হাজারী। ওরে ধরদিনি এগুনু···

যমুনা। [ধামাটা নামাতে নামাতে] কুথায় গিইলে বলদিনি সেই বিয়েন বেলা—

হাজারী। আরে বেরিয়েলাম বাগদি পাড়ার দিকি—দু'একটা মুনিষ-পাট ধরতি পারি যদি—

যমুনা। (পোঁটলাটা নিয়ে) বললে কষ্টি ভাত খাব না—গুড়মুড়ি বের কর—আসছি—তা সেই যে গেলে—[পোঁটলাটা খুলতে থাকে। হাজারী কলসীর জলে গাড়ুটা ধুতে লাগল]

হাজারী। তাওতো কাজ হলো না কিছুই—

যমুনা। ওমা বেগুন—বেগুন আবার কিনতি গেলে কি জন্যি বাবা। আমাদের গাছেই তো ধরতি শুরু করেছে দু'একটা—

[ঘরে চলে যায়]

হাজারী। (পা ধুতে ধুতে) না কিনা না—গায়ে ঘরেও যদি ফলডা মুলডা, শাগডা, আসটা কিনে খেতি হয় তালি আর মানুষ বাঁচে কি করে—[কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে] ফিরার পথে দেখি বেগুন বেড়ের মদ্দি পাঁচু কি যেন করচে। তা আমারে দেখতি পেয়ে কল—[যমুনা একটা পেতে নিয়ে এসে বেগুনগুলো তুলতে থাকে] "দাদা বাড়ী যাচ্চো নাকি? তালি নায় দু'টো বেগুন হাতে করেই যাও—তবলা বেগুন, পুড়িয়ে খেও। স্বাদ নাগবে" —তাই গামছাডায় বেঁধে নেলাম দু'টো— [বাইরে চেয়ে] কিডা যায়—আমাদের সুবল না?

যমুনা। কই—(উঁকি দিয়ে) তাইতো সুবল কাকাই তো—

হাজারী। (চীৎকার করে) ও—সুবল—সুবল—

সুবল। (নেপথ্যে) কিডা—হাজাদ্দা নাকি?

হাজারী। হ্যাঁ—শুনে যাও দিনি একটু—(যমুনাকে) ওরে জল চৌকিডে বের কর দিনি— [যমুনা ঘরে যায়]

সুবল। (নেপথ্যে) এ্যাখুন দ্যাড়াব না হাজাদ্দা—দেরী হয়ে যাবে।

হাজারী। কি এমন রাজকায্যি যাচ্চো—যে দু'দণ্ড দাড়ালি মহাভারত অশুদ্ধু হয়ে যাবে—

সুবল। (প্রবেশ করে) মহাভারত অশুদ্ধু হলি তো হতো কিন্তু নঙ্কাকাণ্ড হবে যে—[যমুনা দু'টো চৌকি দিয়ে চলে যায়]

হাজারী। ক্যানে, হয়েচে কি—?

সুবল। কি জন্যি ডেকেচেন কত্তা—একবার শুনে আসি গে—

হাজারী। কিডা—রতন বিশ্বেস— ?

সুবল। আবার কিডা। কুন শাল দিয়ে বসে আছে কে জানে!

হাজারী। তা শালার কাজই তো ওই! ইরি ছাড়ে তো উরি ধরে—উরি ছাড়ে তো তারি ধরে। দিনরাত ফেউ নেগিই আচে।

সুবল। তা কি বলবা বল, দেরী হয়ে যাচ্চে—

হাজারী। বলচেলাম কি—ধান পান সব মাঠে এলিয়ে পড়ে থাকল—না কাটলি তো আর না—তা মুনিষপাট তো জুগাড় কত্তি পাচ্চিনে।

সুবল। তা আমারে যা বলবা তা করব—ইর আর কি। ধান তো আমারও কাটা নাগবে—ত্যাখুন না হয় তুমিও গায় গায় শোধ করে দিও। এ্যাখুন চল্লাম, দেরী হয়ে গেল—

হাজারী। তা ফিরার পথে একবার আসবা,—কি বলে শোনতাম—

সুবল। আচ্ছা—পারি তো আসব— [প্রস্থান

হাজারী। ওরে যমুনা—আমার খড়ম জুড়াডা—কুথায় গেল রে [এদিক ওদিক দেখতে লাগলো]

যমুনা। (নেপথ্যে) চালের বাতায়—

হাজারী। ওমা, মঠকায় উঠেছে—খড়ম।

[যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। মরামরে কুকুর গুনুর জ্বালায় কি কিছু বাইরি রাখবার জো আছে—। যা পাবে তাই টেনে নিয়ে চিবোবে।

[খড়ম দিল]

হাজারী। (খড়ম পায়ে দিয়ে) তা কুকুরির আর দোষ কি। মানুষ-গুনুই কুকুরির জো হয়ে যাচ্চে—তার—

যমুনা। তোমার গুড়মুড়ি নিয়ে আসি বাবা—

হাজারী। তা নিয়ে আয়—খিদেও নেগেচে—আর ঐ খুটির গায় হুঁকোডা আছে দে দিনি—আচ্ছা, আচ্ছা—তুই যা—আমিই নিচ্চি—[যমুনা চলে যায়। হাজারী তামাক সেজে নিয়ে খেতে খেতে] শালারা যা মতলব এঁটেচে—তা গিরামে আর কাউরি থাকতি দেবেনা দেকচি—[যমুনা পালি করে মুড়ি আর পাটালি গুড় নিয়ে আসে]

যমুনা। কারা গায় থাকতি দেবে না বাবা!

[পাত্তরটা চৌকির ওপর রাখল]

হাজারী। (হুঁকোয় মুখ রেখেই)···কারা আবার···ঐ শয়তান রতন আর ছিপতি! শালা যমের ভাইরাভাই! গিরামডারে উরাই তো একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খালে—

যমুনা। (ধানের ধামাটা নিয়ে) জানো বাবা, রতন বিশ্বেস নাকি বাড়িতি একটা রেডিও এনেচে।

[উঠোনে ধান মেলে দিতে লাগল]

হাজারী। আনবেনা ক্যানে? মস্তবড় জোতদার। পেল্লায় বাড়ী হাঁকিয়েচে—নইলি মানাবে ক্যানে?

যমুনা। আবার শুনচি নাকি—আবার একটা দীঘিও কাটাবে—

হাজারী। ইবার কুনদিন না শোনবো রতন বিশ্বেস স্বগ্‌গের সিড়ি

বানাচ্চে। মহাজনীর ট্যাকার গরম কত! হবে না, নোকের জোতজমা মেরে আর আড়তদারী করে কম সম্পত্তি করেচে এ্যাদ্দিনে? ঐ যে সেখেদের বাগানডা নেলে। এক বন্দে ষাট বাষট্টি বিঘে জমি—। ওকি দাম দিয়ে কিনেচে? উর মুরোদ ভারী—। বেমালুম মেরে নিয়েচে।

যমুনা। ফাঁকি দিয়ে?

হাজারী। তা ছাড়া আবার কি। শালা ছেরো ফিকির খোজে—কিসি মানষির ক্ষেতি হবে,—কিসি মানষির সব্বোনাশ হবে। ঐ বিলির মাঠের জমি, এত বছর ধরে আমি ভাগে করে আসচি—সুম্মুন্দির বিটা কুখিকে মিথ্যে কবলুতি দেখিয়ে বলে কিনা—ও জমিতি নাকি আমি চাষই করিনি!

যমুনা। সে কি বাবা!

হাজারী। তেবে আর বলছি কি! কথা শুনলি মরা মানুষ জ্যান্ত হয়ে ওঠে—। ইচ্ছে হল বলি একবার—শালা তোর কুন বাবা এসে চষে দিয়ে গিয়েচে—কুন চোদ্দ পুরুষির নানা! থাকতো যদি নিজির জমি তালি নায় একবার দেখে নিতাম —কুন শালা ভাগে জমি চষে।

যমুনা। তা ন্যাও খাও···[যমুনা ঘরে চলে যাচ্ছিল]

হাজারী। আবার শুনচি নাকি গরমেন্টির নোক আসচে মাঠ ভুঁই সব জরীপ কত্তি।

যমুনা। (ফিরে দাড়ায়) ক্যানে—আবার মাপামাপি কিসির?

হাজারী। ঐ যে কি আইন হয়েচে না—নোকে—ইর বেশী আর জমি রাখতি পারবে না—এখুন যদি ভাগরার সব জমি রতন ছিপতির নামে বেওজড় রেকোড হয়ে যায় তালি মলাম।

যমুনা। হ্যাও খাও। আবার খাবা কখন ?

হাজারী। খাচ্ছি—তামুকটা ধরালাম খেয়ে নিই। হ্যাঁরে ধান কি ঐ কড়া আছে ?

যমুনা। আর থাকে ? খাওয়া হচ্ছে না ?

হাজারী। ওমা—ওতো দুবেলার খুরাকিও না—

যমুনা। [ঠাট্টা করে] তাহলি আর সব আমি খেয়ে ফেলিচি বল—

[ঘরের মধ্যে গেল]

হাজারী। হাঃ…হাঃ …হাঃ …কুন রাজার সেই এক রাক্ষুসে কন্যে ছিল না—? খালি খেত—। হাতীশালায় হাতী খেত, ঘোড়া শালায় ঘোড়া খেত, গরু শালায় গরু খেত, কেউ ধত্তি পারে না—কে খায়—কে খায়। একদিন য্যাখুন সব শেষ হয়ে গেল, সেই রাক্ষুসে কন্যে কল্ল কি, রাজার খামারে না ঢুকে ধান না খেয়ে—গলায় বেঁধে মরে আর কি। হাঃ হাঃ হাঃ।

[যমুনা কুলোয় করে ডাল নিয়ে এসে ইতিমধ্যে বাছতে বসেছে]

যমুনা। আমি বুঝি তুমার সেই রাক্ষুসে মেয়ে ?

হাজারী। তুই মেযে রাক্ষুসে হতি যাবি ক্যানে ?

যমুনা। ঐ যে বল্লে—

হাজারী। তাই বল্লাম বুঝি ! ধুর বুকা মেয়ে ! আমি এট্টা গপ্প বল্লাম। তুরা না থাক্‌লি আমার কিসির স্থংসার রে ? কিসের ঘরদোর ! এই যে খাটা খাটনি করে মরি ; ভাবনা চিন্তে করে মরি এ কাদের জন্যি ? আমার জন্যি ! পুড়া কপাল ! তুরা আছিস তাই আজও বেঁচে আছি। নইলি তোর মা যিদিন চলে গেল… …[একটু থেমে যায়] ঘর স্থংসারে কি একা একা থাকা যাযরে—! ছেলে মেয়ে, বন্ধু-বান্ধা, পাড়া পেত্যবাসী সব নিয়েই না স্থংসার ! নইলি স্থমাজে থাকার

দরকারডা কি—? বনে গিয়ে থাকলিই হয়। আমার কি মনে হয় জানিস—? এই যে ভোর হতি হতি সূয্যি ওঠে, আকাশ ফর্সা হয়, গাছ-গাছালিতি রোদ নেগে স্নুনার বন্ন দেখায়—ইরা যেমনি আমার—তেমনি এই ক্ষেত-খামার, ঘর-দোর, মানুষজন সব আমার [হঠাৎ সম্বিত ফিরে পেয়ে] তা হ্যারে—আর সব গেল কম্‌নে···নসে, হারানে, মাতলা—

যমুনা। ওরা তো কেউ বাড়ী নেই বাবা !

হাজারী। একবার মালোপাড়ায় যেতি হতো। গুড়ির দামটা বাকী পড়ে রয়েচে কার্ত্তিকির কাচে—। আজ দিবার কতা। ট্যাকাডা পেলি তেবে আবার মুনিষ পাটের ব্যবস্থা করবো।

যমুনা। বাঃ দাদা সকালে রস বেচতি বেরুইনি ?

হাজারী। ও হ্যাঁ, তাইতো ! তা হ্যারে—চাঁদপুরির থিকে কুন্নু চিঠি পত্তর আসিনি ?

যমুনা। কই না তো—।

হাজারী। আসিনি ? কদ্দিন ধরে ভোগচে মেযেডা। অথচ চিঠি—পত্তর একটা এলো না ! ক্যামন আছে তাও জানলামনা—

যমুনা। শশী কাকা কুন্নু চিঠি-পত্তর পেয়েচে কিনা—

হাজারী। পেলিও কি ও হারামজাদা আমারে জানাবে ? পাশাপাশি বাস করে চেরডাকাল আমার সংগে আড়াআড়ি করে গেলো। উর মেয়ে হলি কি হয়—বলি শান্তিরি মানুষ করিচি তো আমি, বিয়ে-থা দিইচি তো আমি—বলি উর চেয়ে ব্যথাডা কি আমার কিছু কম ?

যমুনা। শান্তিদি তো আজও শশী কাকারে বাবা বলে ডাকে না :—তুমাকেই তো বাবা বলে ডাকে।

হাজারী। বলবে না? আমি যে তারে নিজির মেয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসি! সে কি আজকের কথা! আমার শিবু আর শান্তি...এক জুড়ি...দুজনা তিন পেরিয়ে সবে চার এ পা দিযেচে, এমন সুমায়...[একটু থেমে] চারদিনির জ্বরে শিবু আমার চলে গেল। ঐ শান্তিরি কোলে করে বুক বাঁধলাম ..তারি কি, আমি পর ভাবতি পারি—না সেই পারে? [কণ্ঠস্বরে পরিবর্ত্তন এনে] কই বলুক দিকিনি... পাঁচ জনা তো আছে গাঁয়ে.. শান্তি কার মেয়ে? সবাই বলবে ঐ হাজারীর মেয়ে হেঁ...হেঁ...হেঁ...তেবু ঐ শশী...ঐ হারাম জাদাডা...জ্ঞান হ'য়ে অবধি তুইও তো দেখচিস— আমার সংগে ঝগড়া না ক'রে কুনুদিন ও জল মুখি দিয়েচে, শালার ব্যাভারডাই চামারের মত!

যমুনা। ইবার খেয়ে ন্যাও দিকিনি—আর কতা বলোনা—আমি আকায় ডাল চাপিয়ে আসি— [প্রস্থান]

হাজারী। এই খাই...[হুকোয় মুখ দেয়] ও হরি এতে যে আগুনই নেই...ওরে যমুনা..হাতাডায় করে একটু আগুন দিয়ে যাস তো...

যমুনা। [নেপথ্যে] যাই ..

হাজারী। [হঠাৎ বেড়ার দিকে চেয়ে] আরে ..খালে...খালে... খালে...ওরে যমুনা...ওরে ও যমুনা...নাঃ...বেগুনির গাছ-গুলো যে সব মুড়িয়ে খেয়ে গেলো...

যমুনা। [নেপথ্যে] যাই বাবা ..

হাজারী। যাই বাবা! বেড়ের মদ্দি গরু ঢুকে বেগুনির গাছগুন্টু যে সাবাড় করে দেলে... [ছুটে যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। ওমা,—তাইতো [ছুটে বেরিয়ে যায়]

হাজারী। [আস্ফালন করে] শশীর ঐ মুঙলিডে না! রাক্কুসে গরুর য্যাতো নজর আমার ঐ ক্ষেতের ওপর! ধরে নিয়ে আয়···ওকে আজ পণ্ডে দোব তেবে আমার নাম হাজারী —[জোরে জোরে বার কয়েক তামাক টেনে] বার বার অতো খাতিরডা কিসির? খাতিরডা কিসির? [তামাক টানতে থাকে। যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। বেগুনির গাছ আর একটাও আস্ত রাখিনি বাবা, সব মুড়িয়ে খেয়ে গিয়েচে।

হাজারী। তোরে না বল্লাম ধরে আনতি—

যমুনা। হ্যাঁ, ধরে আনি—আর এই নিয়ে কাকার সংগে আর একখানা হোক।

হাজারী। হবেনা মানে? গরু ঢুকিয়ে গাছ খাওয়াবে আর আমি চুপ করে বসে থাকবো? পাঁস্তো বার বলিনি—শশী-তোর ঐ দজ্জাল গরু যদি না বাঁধিস তো এই নিয়ে একদিন খুনোখুনি হয়ে যাবে।—

যমুনা। তা শশী কাকার কি দোষ! ঐ মুংলিটাই তো—

হাজারী। তেবে আর কি! ছেড়ে রেখে দিক—আর খেটেখুটে লাগানো আমার গাছগুনু সব মুড়িয়ে খেয়ে যাক। যত্ত সব [চীৎকার করে] এই শশী! শশী—[যমুনাকে] ধত্তো—ধত্তো হুকোডা—

যমুনা। এ্যাখুন আবার কুথায় যাবা? তুমার গুড়মুড়ি পড়ে রইলো যে······

হাজারী। [যমুনার হাতের মধ্যে হুঁকো গুঁজে দিয়ে] ধুত্তোর মুড়ি··· এই শশী—শশী—[প্রস্থান]

যমুনা। বাবা যেওনা—যেওনা বলছি! নাঃ······ঠিক একটা কাণ্ড

বাধিয়ে বসবে দেখছি। [অন্যদিকদিয়ে প্রস্থান করতে গিয়ে দেখল বৃন্দাবন ঢুকছে] জান,—বাবা এই মাত্তর কাকার সংগে ঝগড়া কত্তি গেল !

বৃন্দাবন। সে তো আমি কাঁঠালতলা দিয়ে আসতে আসতেই শুনতে পেলাম—

যমুনা। যাওনা—একবার বাবাকে—

বৃন্দাবন। আরে ও আর নতুন কি ? ওতো নিত্তি লেগে আছে। ভয় নেই বাবা সকালেই কোথায় বেরিয়েছে। [চৌকিটায় বসে]

যমুনা। যাক্—বাঁচা গেল—। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে ? বাবার গোঁ তো জানোই। বাড়িতি না পায় যেখেনে পাবে —খুঁজে নিয়ে ঝগড়া করবে—

বৃন্দাবন। ওসব কথা পরে হবে—। এখন যার জন্যে এসিছি—

যমুনা। পরে হবে মানে ? নিত্তি যদি এই রকম ঝগড়া বাধে—

বৃন্দাবন। [বিরক্ত হয়ে] তার আমি কি করব বলতে পারো ?

যমুনা। তার আমি কি জানি ? গরু বেঁধে রাখতি পারো না ?

বৃন্দাবন। শুনেছো—গ্রামে কোথাও দিনরাত গরু বেঁধে রাখে—

যমুনা। জানিনে ! আমার একটুও ভাল লাগে না। দিনরাত ঝগড়া আর ঝগড়া। আবার দু' বাড়ীর মাঝামাঝি বেড়া ওঠবে।

বৃন্দাবন। উঠুক গে। ওতো দিনের মধ্যে পাঁচবার উঠছে আর পাঁচবার ভাঙ্গছে।

যমুনা। কিন্তু এই যে কথা কওয়া বন্ধ, মুখ দেখাদেখি বন্ধ, যাওযা আসা বন্ধ…

বৃন্দা। হোক গে—! এখন গোটা কয়েক টাকা দাও দিকিনি— ভয়ানক দরকার।

যমুনা। ট্যাকা! ট্যাকা আমি কুথায় পাব?

বৃন্দা। সত্যি বলছি, গোটা কয়েক টাকা না হলেই নয়। রবিবারে মিটিং। ইস্তাহার ছাপাতে দিয়েছি তার টাকা এখনও জোগাড় হয়নি। অথচ মিটিং না করলেই নয়। দু'দিন বাদেই জবীপ সুরু হচ্চে। তখন ঐ জোতদার জমিদারের দল ওরা কি ছেড়ে দেবে মনে করেছো? এই সুযোগে কায়দা করে—সব জমিজমা ওদের নামে রেকর্ড করিয়ে নেবে, আর যারা ভাগে জমিজমা করে খায় তাদের নামে লবডঙ্কা—। আসছেবার জমিও পেতে হবে না।

যমুনা। তার আমি কি করব—আমার কাছে ট্যাকা আছে?

বৃন্দা। আমি জানি তোমার কাছে আছে—

যমুনা। তুমি জান?

বৃন্দা। জানিনে?

যমুনা। ছাই জান!

বৃন্দা। সত্যি দেরী হয়ে যাচ্ছে—টাকাটা পেলে তবে আবার দশ মাইল সাইকেলে কুপোবো সেই শহরে।

যমুনা। য্যাতোবার মিটিং হবে—ত্যাতোবার আমারে জ্বালাবা। ইবার আমি কিন্তু ঠিক কাকারে বলে দোব [কপট গাম্ভীর্য্যে মুড়ির পালি নিয়ে চলে যাচ্ছিল। সহসা পালিটাকে চেপে ধরে বৃন্দাবন]

বৃন্দা। আরে-আরে—আবার এটা কেন? [পালিটা কেড়ে নিয়ে খেতে থাকে]

যমুনা। রাক্ষস?

বৃন্দা। আর তুমি ?

যমুনা। তোমার মত রাক্ষস না—

বৃন্দা। তা ঠিক, তবে—রাক্ষসের প্রাণ……

যমুনা। ধেৎ ! [প্রস্থান]

বৃন্দা। হাঃ…হাঃ—হাঃ [খেতে থাকে। কিছু পরে যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। এই নাও—আর পাবানা কিন্তু কখনও—হ্যাঁ—বলে দিলাম।

বৃন্দা। ব্যস্—ব্যস্—পরের কথা পরে [টাকাটা নিয়ে খপ্ খপ্ করে মুড়ি পকেটে পুরতে থাকে] চল্লাম—

যমুনা। ওকি ! ওকি—

বৃন্দা। রসদ ! যুদ্ধে যাচ্ছি—

যমুনা। ইস্—রাজপুত্তুর—

বৃন্দা। উঁ—হুঁ—হুঁ—পুত্তুর বটে……তবে রাজার নয—প্রজার …হাঃ…হাঃ…হাঃ ‥ [প্রস্থান]

যমুনা। [দাওয়ায় ঠেস দিয়ে তৃপ্তিতে চোখ বোজে। মৃদু অথচ টেনে টেনে] রাজ—পু-ত্তু-র-

[ব্যস্তভাবে শশীর প্রবেশ]

শশী। এইযে মা,—হাজারী কই ?

যমুনা। বাবাতো বাড়ী নেই—

শশী। বাড়ী নেই ! দেখদিনি—এলাম একটা ঠেকায় পড়ে—অথচ…তা বেন্দা কি জন্যি এয়োলো ? তুমার ঠেঙে ট্যাকা নিতি বুঝি ?

যমুনা। হ্যাঁ—গোটা কয়েক……

শশী। ঠিক ধরিচি ! তা তুমার তো অমন ঢিলে ঢালা হলি চলবে না মা। ছেলে আমার অমনি ধারা—ছেলের

নিন্দে আমি কচ্চিনে। করবও না। ঐ আমাদের সমিতি কত্তি গিয়ে সব্বোশ্যো দেলে। ঘরের এট্টা পয়সাও রাখলেনা। হাজারীরে তাই আমি বলেই রেকিচি—এই ফাল্গুনির মদ্দি মারে আমি ঘরে নিয়ে আসব। ত্যাখুন কিন্তু তুমারে শক্ত হতি হবে—হ্যাঁ—নজ্জানা—নজ্জানা—মা···

যমুনা। কিন্তু আপনি কি জন্যি এযেলেন তাতো বল্লেন না ?

শশী। ভারী আতান্তরে পড়ে এইচি মা। কিন্তু হাজারী য্যাখুন নেই,······

যমুনা। বাবা হয়তো এক্ষুনি এসে পড়তি পারে—আপনি একটু বসুন—

শশী। বসব ? আচ্ছা—তাই নায় একটু বসি—[বসল] দরকারডা না সেরেই বা যাই কি করে! তালি নায় হুঁকোডায় এক্‌টু আগুন দিয়েই দ্যাও—টানি।

যমুনা। দিই—[প্রস্থান]

শশী। দু'দণ্ড থির হয়ে যে কতা কব, মানষির মনে সে সুখ কি আর আছে ? [যমুনা এলো, হুঁকোডা দিল] ঘরে গরুর ভূষি বলতি এক ছটাক নেই। পাঁচ পাঁচটা গাই বলদের পেট—কমতো না—। খন্দ কুটো বছর বছর যা হোক কিছু হ'তো। ইবার তাও বুনতি পাল্লাম না। ও কতা নায় ছাড়ানই দেলাম—বছরের খুরাকিটাই কি হয়েচে ছাই !

যমুনা। ইবার যে জলই হলনা—

শশী। হল না বলেই তো—যারা যারা বুনোলো—সব হলদে হয়ে গেল। আমার ঐ কানাই ডাঙ্গার জমির ধান, ওতো

একেবারে ছাপ পুড়ে গেল। তেবে ঐ বিলির মাঠের জমিতি—কিচু হয়েচে। তাতো সব দেনা কজ্জ দিতিই ফরসা হয়ে যাবেনি। ঐ রতন বিশ্বেসরেই দিতি হবেনি—পেরায় তিন বিশ।

যমুনা। বাবা শুধুচ্চোলো—শান্তিদির কোন চিঠি পত্তর······

শশী। বিয়াইযের একখানা চিঠি পেয়িইতো ছুটে এলাম। সেতি নেকচেন। অসুখডা নাকি বাড়াবাড়ি। কিন্তু যাই কি করে?—হাতে এক্টা পয়সা পয্যন্ত নেই। তার ওপর মাঠের ধান সব মাঠে পড়ে রয়েচে—তার মুনিযপাট জুগাড় করা, কাটাকুটো করা, ঝাড়াঝুড়ো করা—এসব ফেলে তো আর এ্যাখুন যাওযাও যায না—। আবার যদি না যাই—বিয়াই ঠাওরাবে চিঠিতি জানালাম—তা একবার চোখির দেখাও দেখে গেলেন না। [তামাক টানে] মেয়েডাই বা কি ভাববে—। বলবে—কাছে পিঠি সবাই থাকতি—আমারে কেউ একবার দেখতি পয্যন্ত এলোনা। কিন্তু যাই কি করে? খালিহাত পা নিয়েতো আর বিয়াই বাড়ী উঠা যায় না। ধার কজ্জ করব—তবে তো যাব। তাই ভাবলাম যাই—আগে হাজারীর সঙ্গে একটু পরামশ্য করে আসি—তারপর যা হয় এট্টা ব্যবস্থা করব।

যমুনা। আপনি একটু বসুন—আমি এক্ষুনি আসছি।

[ঘরে প্রস্থান]

শশী। আর কতক্ষনই বা হা পিত্যেশ করে বসে থাকব। কখন আসবে তার য্যাখুন কোন— [যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। আপনি উঠচেন যে—

শশী। ভাবছি—হাজারির জন্যি বসে না থেকে একবার হরি

খুড়োর কাছ থেকেই না হয় ঘুরে আসি। ধার কর্জ কিছু পেলি বেলাবেলি বেরিয়ে পড়তি পারব। পথ তো আর কম না, পাঁচ'ছ কোশের ধাক্কা। এতডা পথ আবার হাটতি নাগবে তো! ও-হ্যাঁ—তুমার কাকী একবার কি জন্যি ডেকোলো যেও দিনি। বোধ হয় চিড়ে টিড়ে দুটো কুটে দিতি হবেনি—[হুঁকোটা যমুনার হাতে দিয়ে দেয়] বলচোলো নতুন ধানের চিড়ে আর নতুন গুড়ির পাটালি কিছু নিয়ে যেতি—

যমুনা। আমি বলচেলাম কি—আপনার দিয়া সেই ট্যাকা পাচটা আজও আমার কাছে রয়েচে। সেই ট্যাকা কটা নিয়ে এখনকার মতন আপনি শান্তিদিরে দেখে আসুন। [টাকা দিতে গেল]

শশী। কুন ট্যাকা! আমি আবার তুমারে ট্যাকা দেলাম কবে?

যমুনা। আপনার মনে নেই? সেই যে—সিবার—জয়নগরের হাট থিকে ছুলা বিক্রি করে ফিরবার পথে সমস্ত ট্যাকা হারিয়ে ফেলেলেন? মালো পাড়ার কাত্তিকদির গোয়ালির পেছনে কুড়িয়ে পেয়েলাম আমি।

শশী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মনে নেই আবার। বাড়ী এসেতো আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েলাম। সে কি এক আধটা ট্যাকা। নগৎ ছ'কুড়ি চোদ্দ টাকা! ভাগ্যিস তুমি পেয়েলে! অচেনা নোকের হাতে পড়লি কি আর ফিরে পেতাম?

যমুনা। আমাকে পাঁচটা ট্যাকা দিয়েলেন মিষ্টি খেতি। সে ট্যাকা আমি আজও খরচ করিনি। সেই ট্যাকা কটা নিয়ে……

শশী। তুমি কি ক্ষেপেচো মা—ঐ ট্যাকা নিয়ে……ছিঃ…… ছিঃ……ছিঃ……আমারে কেটে ফেল্লিও আমি তা পারবোনা। [সহসা হাজারীর প্রবেশ]

হাজারী। ওঃ তুই এখেনে? তুই কি মনে করিচিস—আমি তোর শয়তানি কিছু বুঝিনে! জানিস তোর মত পঞ্চাশটা শশী একহাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আসতি পারি— সে ক্ষ্যামতা আমার আছে!

শশী। কি হয়েচে কি?……

হাজারী। কি হয়েচে মানে? এই সিদিন—তুই গোলার পেছনদিককার আড়াই হাত জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে নিলি—আজও আবার……

যমুনা। আঃ বাবা তুমি থামবা?

হাজারী। থামব ক্যানে! থামব ক্যানে? নেয়নি ও আমার জমি বের করে—?

যমুনা। না থামতি চাও—যা ইচ্ছে তাই করো—

[একটা কলসী নিয়ে প্রস্থান।]

শশী। সে কি তুমার জমি?

হাজারী। আমার নাতো কার?

শশী। তুমার? মিথ্যে কথা কলি জিব তুমার খসে পড়বে না? চল—চল—এক্ষুনি চল। পাঁচজনির সামনে মুকোবালা করবা—তেবে তুমারে ছাড়ব—

হাজারী। মুকোবালা আবার করব কি? গাঁয়ের কুন মানুষটা জানে না—যে মুকোবালা করব।

শশী। তালি নিয়ে এসো তুমার কাগজ পত্তর—

হাজারী। কাগজ পত্তর দেখাব ? বলি পিত্তিপুরুষির ভিটের চৌহদ্দি আমি চিনিনে ? তুই আমারে চিনাবি কুন জমি আমার আর কুন জমি নোকের ?

শশী। তেবে চল—কোর্টে চল—

হাজারী। দেখ শশী—তুই আমারে মেলা কোর্ট দেখাতি আসিস নে ! কত হাজার গুণ্ডা উকিল মুক্তার আমার দোর ঝেঁট দিয়ে গিয়েচে—তা তুই জানিস ? অমন দু'হাত আড়াই হাত জমি গেলি—আমি মরে যাবো না !

শশী। তেবে বলচ কি জন্যি ?

হাজারী। তোর ব্যাভারের জন্যি.........

শশী। তুমার ব্যাভারডা বড় ভাল—

হাজারী। তোর মত শয়তানি বুঝিনে আমি ! এই খানিক আগে গরু ছেড়ে দিয়ে আমার অমন ফলন্ত বেগুন গাছগুন্ন খাইয়িচিস—বল্‌তি তোর নজ্জা করে না—

শশী। কে খাইয়ে দিয়েচে ? বাড়ী ছিলাম আমি ?

হাজারী। দিইচিস কি না দিইচিস ইবার পণ্ডে দিলি বুঝবি—

শশী। দিয়েই দেখ না একবার—

হাজারী। তোর চোখ রাঙানিকে আমি ভয় করি ?

শশী। তুমার শাসানিকেও আমি গেরাহ্যি করি ভারি.........

হাজারী। করিস কি না করিস—দেখাচ্ছি.........যমুনা......... যমুনা......সেই ছ্যাচার বেড়াগুন্ন কুথায় রে ? [কি খুজতে থাকে] এক্ষুনি বেড়া দোব—রোজ রোজ আমার কুয়ো থিকে জল নিয়া বের করাচ্চি। আর শুনে রাখ— তোর বেদার সংগে আমার মেয়ের বিয়ে আমি দোব না......শত্তুরির সংগে কাজ আমি করব না......।

শশী। বেশতো—না দিবা—না দিবা—তার জন্যি অত রোয়াব কিসির? আর আমিও বলে রাখি—তুমাদের বাড়ীর জল না খেলি আমরাও মরে যাব না। আর আজ থিকে আমাদের ঢেকিতি তুমাদের ভানা কুটাও বন্ধ।

[দ্রুত প্রস্থান]

হাজারী। যাঃ···যাঃ—ভারী ভয় দেখাচ্ছে—বেড়া দোব তেবে আমার নাম। [চালের বাতায় গোজা একটা কাটারী টেনে নিয়ে দ্রুত চলে যায়। একটু পরে যমুনা ঢুকে জলের কলসীটা নামিয়ে রেখে, ঘর থেকে বঁটি ও বেগুনের ঝুড়িটা নিয়ে এসে কুটতে থাকে। আর মাঝে মাঝে হাজারীর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে। বাইরে থেকে হাজারীর গজগজানি শোনা যাচ্ছে। বেশ কিছুটা পরে হাজারী ঢোকে।] দিয়ে এ্যালাম বেড়া। [কাটারীটা চালের বাতায় গুজে রাখল।] হারামজাদার এ বাড়ী আসা জন্মের মত বন্ধ করে দেলাম। [চৌকিতে বসে] আর খবরদার ও বাড়িতি যেন কেউ ভানা কুটা কত্তি না যায়—বুঝলি? [যমুনা নীরব] হুঁকোডা দিয়ে যা দিনি। [হুঁকো দিয়ে চলে যাচ্ছিল।] শোন।··[যমুনা দাড়ায়] আচ্ছা যা—[যমুনা কুটনো কুটতে বসে] হ্যারে—জমির কবলুতি, দলিল পত্তর গুনু সব কুথায় রে? কাঠের সিন্দুকি না? বের করে রাখিস তো, একবার—দেখতি হবে। [তামাক- টানে] কি—কথা কচ্চিসনে যে? শশী কি জন্যি এয়োলো—?

যমুনা। ত্যারেই শুধিয়ো—

হাজারী। [রেগে চেঁচিয়ে] তারে শুধুলি আবার তোরে শুধোব ক্যানে?

যমুনা। শান্তিদির বাড়াবাড়ি অসুখ—তাই—ট্যাকার জন্যি…

হাজারী। ট্যাকার জন্যি! ট্যাকার জন্যি! ট্যাকার গাছ পেয়েচে আমারে! [দু একবার তামাক টেনে সহসা ঘরের মধ্যে চলে যায়। একটা পাঞ্জাবী, চাদর আর এক জোড়া জুতো নিয়ে চৌকিতে বসে জামা পরতে লাগল] হারামজাদা চেরডাকাল আমার সংগে শত্তুতা করে গেল। মেয়েডার অমন বাড়াবাড়ি অসুখ তা—আমারে একবার বললে না পয্যন্ত!

যমুনা। তুমি আবার এখন কুথায় যাচ্ছ?

হাজারী। যমের বাড়ী।

যমুনা। চাঁদপুরি যাবা এখন?

হাজারী। [জুতো পরতে লাগল] না ঘরে বসে বসে ঘুমোবো। বলি ও হারামজাদারে তো আর মানুষ কত্তি হয়নি—হাতে করে মানুষ কত্তি হয়েচে যে আমারে, পিরানডা যে আমারই পোড়ে বেশী। [চাদর কাঁধে ফেলে প্রস্থানোদ্যোত]

যমুনা। তুমার খাওয়া দাওয়া কিছু হল না—এই দোপর বেলা……

হাজারী। তুরা খা—আর ঐ হারামজাদারে সাদ মিটিয়ে খেতি বল। আমি অনেক খেইচি—[প্রস্থানোদ্যোত। যমুনা কাছে এসে]

যমুনা। বাবা, শান্তিদির জন্যি কিছু নিয়ে যেও। ট্যাকা কটা রাখ। [হাজারীর হাতের মধ্যে আঁচল খুলে টাকা দেয়]

হাজারী। হুঁঃ [রেগে বেরিয়ে গেল]

যমুনা। [তৃপ্তির হাসি হেসে] কাকা—কাকা—[অন্যদিক দিয়ে প্রস্থানোদ্যোত। ভাবতে ভাবতে শশীর প্রবেশ]

শশী। [ব্যস্ত কণ্ঠে] হাজারী—হাজারী…

যমুনা। বাবাতো শান্তিদিরি দেখতি গেল—

শশী। [বিস্ময় আর আনন্দে] এঁ্যা ! গেল……শান্তিরি…… দেখতি গেল…ওঃ…কি যে আমার আনন্দ হচ্ছে না মা— বুকটা যেন এতক্ষনে আমার হালকা হল। [বুকের ওপর হাত বুলোতে লাগলো] কিন্তু… কিন্তু… এদিকি আমি যে এক সব্বোনাশ করে বসে আছি মা…।

যমুনা। কি হয়েচে ?

শশী। আমার জমির পরচা, পাট্টা, কবলুতি সব কুথায় হারিয়ে ফেলিচি।

যমুনা। সে তো সব আমার কাছে।

শশী। তুমার কাছে ? আর দেখ দিনি—আমি সারা মুল্লুক গরু খুজা করে বেড়াচ্চি—

সুবল। [নেপথ্যে] হাজাদ্দা…হাজাদ্দা…… [প্রবেশ করে]

শশী। হাজারী তো নেই……।

সুবল। নেই…ওঃ…জানো শশদা—রতন বিশ্বেস আমারে ডেকে একখ্যান কাগজ দিয়ে বলে কি—টিপসই দ্যাও—

শশী। ক্যানে ?

সুবল। বলে কি—তুমারে সাক্ষী হতি হবে……

শশী। কিসির সাক্ষী !…

সুবল। বিলির মাঠের জমিতি নাকি হাজাদ্দা চাষ করিনি।

শশী। শয়তান বলে কি !

সুবল। তাই বলোতো…আমি সই দিইনি শশদা…

শশী। বুঝিচি—এতকালকার জমিদারী হাত ফসকে যাবে, সেকি

প্রাণে সচ্চে! তাই ভাগরার জমি খাস করে বেনামী করার মতলব।

সুবল। কিন্তু এ্যাখন কি হবে শশদা…'উর জমি ক'রে খাই… জমি যদি আর না দেয়?

শশী। দেবেনা মানে? মগের মুল্লুক! [যমুনাকে] মা—কাগজ পত্তর সব ঠিকঠাক করে রেখো তো—। হাজারীর ওপর ওদের চিরকেলে রাগ। আরও কিছু মতলব এটেচে কিনা কে জানে [সুবলকে] চলো তো—ডাকি সব্বাইরি— [দুজনের দ্রুত প্রস্থান]

[পর্দ্দা]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[ঐ দিন বিকেল। একই দৃশ্য। কালী দাওয়ায় বসে সামনে আয়না রেখে চিরুণী দিয়ে চুল আচড়াচ্ছে আর গান গাইছে—বয়স ২৩।২৪ হবে।]

[গান]

সুনয়নী গো—
কলসী কাঁখে ঘাটের পথে
তোমার আসা যাওয়া
সেইখানে গান গাওয়া
জীবন মরণ একুল ওকুল
নদীর সাথে সাথে
সুনয়নী গো……

[গানের মধ্যে এক কলসী জল নিয়ে যমুনা ঢুকলো। অন্য একটা কলসীতে জল ঢালতে ঢালতে হেসে উঠল]

যমুনা। হিঃ হিঃ হিঃ…কি গানের ছিরি…[কালীর গান বন্ধ হল]

কালী। তুই গানের কি বুঝিস রে ?

যমুনা। নাই বুঝি, তেবে তুমার ঐ হেড়ে গলার গান শুনলি সুনয়নী আর মত্তিও ঘাটের দিকি পা বাড়াবে না।

কালী। আ—মলো যা—গানের রস তুই কি বুঝবি ?

যমুনা। নাঃ…রস জ্বাল দ্যাও বলে তুমিই বোঝ !

কালী। খেজুর রস আর গানের রস এক হল ?

যমুনা। ঐ হল……

কালী। বুকার হদ্দ। গান হেন বস্তু আছে কি জগতে ! মন ডারে যেন কু—ন মুল্লুকি টেনে নিয়ে যায়—[দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে]

যমুনা। যাই বল বাপু…তুমার গলায় রস কস বলতি ছিটে ফোঁটাও নেই। একখানা চেলা কাঠ……।

কালী। তোর গলা ভারী মিষ্টি…যেন নিম ফুলির মধু ঝরচে।

যমুনা। তুমার ভালর জন্যিই বলা—

কালী। আমার ভাল তোর দেখতি হবে না—তুই যা কচ্চিস করগে যা—

যমুনা। তুমি মিথ্যেই রাগ করছ দাদা। আমি বলি কি…কত জায়গা থিকে তুমার বিয়ের সম্বন্ধ আসচে……

কালী। [নরম হ'য়ে] সত্যি! আবার এয়েচে নাকি রে?

যমুনা। বাঃ আসিনি? এই তো—

কালী। কুথিকে রে? ………

যমুনা। আরশীগঞ্জ থিকে—

কালী। আরশীগঞ্জ থিকে? কাঠু মণ্ডলের মেয়ে?……

যমুনা। হ্যাঁ।

কালী। তেল নবনের দুকান যার, পাঁজা পুড়াচ্ছে কুঠা তোলবে বলে……।

যমুনা। হ্যাঁ গো……

কালী। উঃ কি যে ভাল হয় নারে…

যমুনা। তাই তো বলছি—বাসর ঘরে গান গেতি বল্লি ত্যাখুন কি করবা—

কালী। গান আমি ঠিক করে রেখিচি…ঐ যে বেষ্টো মালোর উস্তাদ গায় [সুর করে] বিঘ্ন বিপদ হারী দুঃখ নাশন……

যমুনা। হাঃ…হাঃ…হাঃ…

কালী। হাসচিস যে?

যমুনা। তুমি এক কাজ কর দাদা…রোজ একটা করে

কোকিলের গলা পুড়িয়ে খেও···গলা মিষ্টি হবে···হাঃ···
হাঃ···হাঃ···

কালী। দেখ—তোর ভারী বিদ্ধি হয়েচে···

যমুনা। নইলি গাধা ছুটে আসবে যে—হাঃ হাঃ হাঃ [প্রস্থান]

কালী। কি—আমারে গাধা বলা! বড় বলে মান্তি নেই! আসুক
বাবা বাড়ী— [বৃন্দাবনের প্রবেশ। বয়স ২৫ ২৬]

বৃন্দাবন। কি হল কালী? [দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে।]

কালী। আমায় বলে কিনা গাধা—

বৃন্দাবন। কে?······

কালী। যমুনা······

বৃন্দাবন। কেন?

কালী। তেবে আর বলচি কি? ওর মাথা বিগড়েচে····· এক
পাতা অ, আ, ক, খ পড়ে ও ভেবেচে ও মস্ত বিদ্যেধরী
হয়েচে। ধরাকে সরা জ্ঞান কচ্চে।

বৃন্দাবন। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

কালী। ঐ কথায় আছে না—অতি বাড় বেড়োনা ঝড়ে ভেঙ্গে
যাবে—ওর হয়েচে তাই···এখনই ওর বড় ছোট জ্ঞান
নেই। যারে যা নয় তাই বলা!

বৃন্দাবন। [বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে] সত্যি এ ভারী অন্যায়······
ভারী অন্যায়···তা এত চটলে কেন?

কালী। যাও···যাও···তোমারে আর মোড়লি মাত্তি হবে না—

বৃন্দাবন। ইস্ বেজায় চটেছো দেখছি এঁ্যা! এ কিন্তু যমুনার ভীষণ
অন্যায়। বড় বলে মান্যি করব না, সম্মান করব না······
এ···এ···ভারী···এই যমুনা···যমুনা···

কালী। [বৃন্দাবনের কথার মধ্যেই বলতে থাকে] আমি গান

করি, আপন মনে করি···তাতে কার কি?···কাউরি শুনাবার জন্যি গাই? না কারুর কানের গুড়ায় গিয়ে গান করি! অত যদি কারুর গায়ে জ্বালা ধরে সে চলে যাক না—। অত ইয়ে কিসির···!

বৃন্দাবন। ঠিকই তো···গান্ গাই ভাল···চেঁচাই ভাল···নিজে করি, তাতে কার কি—?

কালী। দেখ—তুমারে এখেনে কেউ সালিসী কত্তি ডাকিনি। তুমি ইর মদ্দি নাক গলাতি আসছ কি জন্যি?

বৃন্দাবন। তা আমার উপর চটচো কেন?

কালী। আমার গান চেঁচানি হোক, কঁকানি হোক তাতে তুমার কি? তুমার খেয়ে চেঁচাই?

বৃন্দাবন। নে ঠেলা··· কে বলেচে তুমার গান চেঁচানি? এমন সুন্দর কোকিলের মত গলা—

কালী। দেখ তুমরা সবাই ভাব···আমি মুখ্যু, বুকা, হ্যাবলা। কিচ্ছু জানিনে। বুকা আছি···হ্যাবলা আছি···আমি আছি··· তাতে তুমাদের কি? আমি আপন মনে থাকি আপন মনে চলি। কারুর ধার ধারি······?

বৃন্দাবন। নিশ্চয়, কে কার ধার ধারে···আরে নিজের চরকায় তেল না থাকলে কি অন্য কেউ এসে দিয়ে যাবে? তাই বলে গাধা বলবে! আমি ভাবলাম—কাঠু মণ্ডলের মেয়েকে দেখে এলাম—কালীর মতামতটা একবার জেনেই যাই—। তা এসেই এই কাণ্ড···

কালী। সত্যি দেখে এয়েচো?···সত্যি [কাছে সরে বসে]

বৃন্দাবন। বারে! সত্যি না কি মিথ্যে?

কালী। না···না···আমি তা বলচিনে—। তুমারে মিথ্যে বললি

জ্যান্ত নরকে যাব না। আমি বলচেলাম কি—চালাকী করচ না তো ?···

বৃন্দাবন। এই দেখ ! চালাকী ! তোমার সংগে ? বিয়ের ব্যাপার —একটা জীবন মরণ সমস্যা—এতে আর পুতুল খেলা নয়। নাঃ তুমি দেখছি আমাকে নিতান্তই খেল মনে কর।

কালী। মাইরি না—কালীর কিরে···না—[হাত দুটো চেপে ধরে]

বৃন্দাবন। ফিরছিলাম চাঁপাডাঙ্গা থেকে—তাই ভাবলাম···যাই—কাঠু মণ্ডলের সঙ্গে একবার না হয়—দেখা করেই। যাই। গেলাম। মেয়ে দেখা হল। বেশ মেয়ে—খাসা মেয়ে [আবার এক কলসী জল নিয়ে যমুনা ঢোকে ও জল ঢালতে থাকে অন্য কলসীতে] মাজা মাজা রং, ঝাড়ালো চুল, ছোট্ট ছাট্টা,গড়ন···আমাদের যমুনার চেয়ে ঢের দেখতে ভাল। তাছাড়া ওর মত কালোও নয়—দজ্জালও নয়—

যমুনা। [চলে যেতে যেতে] বেশতো দজ্জাল আছে যমুনা আছে, তাতে আবার কার কি হল। [প্রস্থান]

কালী। না না যমুনা তো দজ্জাল না।

বৃন্দাবন। বল কি ? ওই তো তোমাকে গাধা বলেছে—

কালী। গাধা বলিনি···বলেছে গাধা ছুটে আসবে।

বৃন্দাবন। ঐ হল। [যমুনা প্রবেশ ক'রে কলসী রেখে ঘরে উঠে যেতে যেতে]

যমুনা। ঐ হল ? দেখ ঝগড়া বাধিয়োনা বলছি। ভালো হবে না কিন্তু—হ্যাঁ। [ঘরে চলে যায়]

কালী। ও ছেড়ে দ্যাও—ছেড়ে দ্যাও—ওর কি কিছু বুদ্ধি সুদ্ধি আছে। ছেলেমানুষ—কি বলতি কি বলে ফেলেচে··· তা কি বললে কাঠু মণ্ডল···

বৃন্দাবন। বলবে আবার কি ! বললে পাত্তর যদি এসে দেখে পছন্দ করে তাহলে—

কালী। [সঙ্কোচে] পছন্দ আমার হয়েচে···

বৃন্দাবন। কি করে হল ? দেখোনি, শোননি, অমনি পছন্দ হলেই হল।

কালী। [বোকা বোকা ভঙ্গিতে] আমি দেখিচি।

বৃন্দাবন। কি করে··· ?

কালী। আজ সকালে রস বেচতি যাচ্ছেলাম কেষ্টপুর—দেখি সেও যাচ্ছে···

বৃন্দাবন। ওঃ [হাসতে লাগল] দেখা হয়েছে তাহলে···আচ্ছা··· [চুপি চুপি] তা কথাবার্ত্তা কিছু হয়েছে···

কালী। [জিভ কেটে] যাঃ···

বৃন্দাবন। সেকি ! দেখা হল···কথাবার্ত্তা কিছু হয়নি ? নিশ্চয়ই হয়েছে···বলবে না···

কালী। স···ত্যি···না—

বৃন্দাবন। হ্যাঁ হয়েছে···তুমি চেপে যাচ্ছ···

কালী। মাইরি না···কালীর দিব্যি না···এই তুমার চোখ ছুঁয়ে বলছি।

বৃন্দাবন। ঠিক বলছ ?

কালী। কি যে বল ! আইবুড়ো মেয়ে পথে ঘাটে অচেনা নোকের সংগে কথা কবে—তুমার কি মাথা খারাপ হয়েচে !

বৃন্দাবন। ওঃ তাওতো বটে···তাওতো বটে···

কালী। নিখাপড়াই শুধু শিখোচো···বুদ্ধি সুদ্ধি কিচ্ছু হয়নি··· [বিজ্ঞের মত ভাব করে]

বৃন্দাবন। সত্যি যা বলেছো—তাহলে এখন তো আর কোন অসুবিধে নেই···এখন বিয়ে হলেই হয়···।

কালী। আছে—আছে—

বৃন্দাবন। আবার কি আছে—

কালী। সে তুমি বুঝবা না—সেখেনেই তো ঠেকা—

বৃন্দাবন। তা বলবে তো কিসের ঠেকা—

কালী। [আঙ্গুল দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গী করে] এইটে চাই—

বৃন্দাবন। মানে ?

কালী। নাবালক ! আরে যা দেখলি কাঠের পুতুল হা করে··· রূপচাঁদ···

বৃন্দাবন। [হেসে] ওঃ ··তাতো চাই···

কালী। দিতি চায় না বাবা···

বৃন্দাবন। তাহলে তো ভাববার কথা···

কালী। বাবার ইচ্ছে না যে আমার বিয়ে হয়। ছেরো সম্বন্ধ ভাঙ্গে। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ এয়োলো—চকবিহারী, মেলেপুতা, নন্দীপুর থিকে—একটাও হল না। ঐ বাবাই তো হতি দেলে না। এক বুলি···অত ট্যাকা পণ দিয়ে মেয়ে আনতি পারবো না। আসলি ট্যাকা বের কত্তি চায় না। তুমি একটু বলনা বাবারে। তুমার কথা ঠেলতি পারবে না—

বৃন্দাবন। ওরে বাবা—তাহলে আর আমাকে আস্ত রাখবে না—। যা রাগী···।

কালী। তুমি বলবা না তাই বল—

বৃন্দাবন। এই দেখ—তুমি বুঝি তাই মনে করলে ?

কালী। তেবে বলবা না ক্যানে ?

বৃন্দাবন। আমার ভয় করে—

কালী। আসোলি তুমি বলবা না—সে আমি বুঝি। তুমরা সবাই মিলে আমার শত্তুতা করছ ! জানি, জানি তুমাদের

চিনতি আর আমার বাকী নেই—[উঠে চলে যাচ্ছিল]

বৃন্দাবন। এই দেখ—আমরা তোমার বিয়ে ভাঙছি।

কালী। ঐ সব ন্যাকামী রাখ। তুমরা হলে গিয়ে দুমুখো সাকুনী। সাপের মুখিও চুমু খাও ব্যাঙের মুখিও চুমু খাও। [দ্রুত প্রস্থান]

যমুনা। [দ্রুত প্রবেশ করে। হাতে একটা বঁটি আর কাঁখে তরকারীর ঝুড়ি] আচ্ছা—তুমি কি— ?

বৃন্দাবন। দেখ দিকি কি কাণ্ড—

যমুনা। [কুটনো কুটতে বসে] গেল তো রাগ করে—

বৃন্দাবন। আরে ওর ধারনা—আমরা সবাই ওর বিয়েতে ভাঙচি দিচ্ছি—

যমুনা। জান ও ঐ রকম। বিয়ের কথা শুনলি আর ভালমন্দ জ্ঞান থাকে না—

বৃন্দাবন। আরে আমি একটু ঠাট্টা করছিলাম—

যমুনা। কিন্তু ও তো সত্যি সত্যিই ধরে নিয়েচে—

বৃন্দাবন। কিন্তু ও যে ঠাট্টা বুঝবে না···

যমুনা। ও চেরকালই একটু হাবাগুবা। ছোট বেলায় বছর সাতেকের মাথায় সেই যে একবার কি রোগ হল—সেই থিকে ও যেন কেমন ধারা হয়ে গেল। যেমনি ভুলো, তেমনি রগচটা। তেমনি এলাং ফ্যালাং। কি যে মায়া হয় ওর ওপর···এক এক সুমায় ! বুক ফেটে কান্না আসে [গলার স্বর কান্নায় বুজে আসে]

বৃন্দাবন। কি আশ্চর্য্য···তুমিও দেখছি তাই সত্যি সত্যি ধরে নিয়েছো—ধেৎ···

[দু'জন ছেলেকে নিয়ে কালী প্রবেশ করল চিৎকার

করতে করতে। একটি ছেলে কৃষ্ণ সেজেছে আর একজন রাধা। কৃষ্ণের হাতে বাঁশী। দু'জনের পায়ে ঘুঙুর বাঁধা। বয়স ১৪।১৫ হবে। দু'জনেই পেয়ারা চিবুচ্ছে]

কালী। ওরে বেন্দা···যমুনা···এই দেখ—দেখ, কাদের ধরে এনিচি। [ছেলে দুটোকে] এই নে···নে···ধর···ধর···নাচ ··গা··· [বৃন্দাবনকে] কি ভাল গাইছিল রে রাস্তায় [ছেলে দু'টোকে] কিরে ধর, প্রাণ খুলে গা···ফুর্ত্তি করে গা··· [যমুনাকে] এই যমুনা কুটনো রাখ, জল চৌকিডা বের কর দিনি··· [ছেলে দু'টোকে] কি হলরে···ধরে ফেল··· আবার দেরী কচ্চিস কি জন্যি ?

কৃষ্ণ। দ্যাড়াও···প্যায়রাডা খেয়ে নিই ··[যমুনা ইতিমধ্যে জল-চৌকি এনে দিল। কালী বসে বিড়ি ধরায়]

রাধা। [যমুনাকে] একটু হুক্কা দিবা গো··· · ··· ?

যমুনা। ওমা······হুক্কা কি হবে !··· ·····

রাধা। পান খাব গো—পান· · ····

যমুনা। না বাপু ·· · হুক্কা টুক্কা নেই··· ··ওসব আমরা খাইনে।

রাধা। হুক্কা খাওনা ! তেবে খাও কি—জর্দ্দা ?

কৃষ্ণ। না রে না—রাজা খায় গজা আর রাণী খায় ফে—ণী হাঃ · হাঃ······হাঃ ·· ··। [দুজনে জোরে হাসে]

কালী। কি রঙ্গ কচ্চিস ? নাচনা গাওনা হবে কখন ?

রাধা। তাহলি একটু তামাক দ্যাও ·· ·

যমুনা। ও মা—গো রাধিকে আবার তামাক খায় ·· ·[হাসে]

কৃষ্ণ। এ হচ্চে······কলির রাধা···· বাঁশীও ধরে, তামাকও খায়।

যমুনা। আর তুই বুঝি কলির কেষ্ট [মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসে]

কৃষ্ণ। আমি—ধিনি কেষ্ট—[এক পাক নেচে নিল]

কালী। তা তুরা ধুয়ো ধরবি কখন ?

রাধা। দ্যাড়াও গো……তুমার যে দেখছি আর তর সচ্চে না। দুটো পান টান খাবতো। [পান খায়]

কালী। ঐ কর বসে বসে। আমি ত্যাতবেলা তামাক সেজে আনি গে— [প্রস্থান]

রাধা॥ এ্যাঁ—মাইরি কি পানরে—থুঃ থুঃ……শালা মুক পুড়িয়ে দিলি—থুঃ থুঃ……

কৃষ্ণ। ওরে ভালই হয়েছে—ও পুড়ার মুখে এখন যা খাবি তাই মিষ্টি নাগবে—

রাধা। দেখ ভুতো রাগাসনে—সেই সকাল থিকে খালি পেটে ঘুরছি। খিদেয় পেট একেবারে চোঁ চোঁ করচে।

কৃষ্ণ। তা আমিই বা কোন তত্ত্ব ভাত খেয়ে বেরিইচিরে, যে মেলা বক্ বক্ কচ্চিস ?

রাধা। তেবে অত ফুত্তি আসছে কিসি ? [বিড়ি ধরায়]

কৃষ্ণ। তোর মত পেঁচা মুখো হয়ে থাকব নাকি ? [সবাইকে] বুঝলেন গো—বল্লাম, আনা দুই পয়সা দে, ফুলুরি আর পেঁয়াজী কিনে খাই—তা উর মনই উঠলো না। যেন ও রুজগার করে খাওয়াচ্ছে—

রাধা। শালা তোর একার রুজগার যে যখন যা মন করবি তাই খাবি ?

কৃষ্ণ। শালা তোরও কি একার রুজগেরে পয়সা—যে দিবিনে ?

বৃন্দাবন। এই—কি হচ্ছে ?

রাধা। শালা পয়সা পয়সা কচ্চিস ? পয়সা দেখিছিস কখনও বাবার কালে ?

কৃষ্ণ। [রাধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে] শালা তুই বাবা

তুললি ? তোর বাবা কেলে পয়সা ? দে-দে আমার ভাগ দিয়ে দে।

[বাঁশী দিয়ে পেটাতে লাগল]

বৃন্দাবন। এই—কি—হচ্ছে কি ?

রাধা। [মারামারি করতে করতে] দোবনা যা করতি পারিস করগে যা—[কৃষ্ণর হাত কামড়ে দিল]

কৃষ্ণ। ওরে বাপরে—কামড়ে দিয়েচে রে—

বৃন্দাবন। [দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে] এসব হচ্ছে কি ?

কৃষ্ণ। উঃ [হাতে ফু দিতে লাগল] দাঁত ফুটিয়ে দিয়েচেরে······

[কাঁদতে লাগল]

বৃন্দাবন। দেখি···দেখি···ইস্—যমুনা, একটু ন্যাকড়া আর জল নিয়ে এসো তো—[যমুনার প্রস্থান] হ্যাঁরে এ রকম করে মারামারি করে ?

কৃষ্ণ। ও ক্যানে বাবা তুলল·········।

রাধা। বেশ করব—

বৃন্দাবন। এই—

কৃষ্ণ। দেখবি—

বৃন্দাবন। এই আবার ?·········

রাধা। [ছুটে মারতে এল] শালা—কামড়ে তোর মাংস ছিঁড়ে নোবো না ?

বৃন্দাবন। এই খবরদার—যা ওদিকে যা—[যমুনা এল। বৃন্দাবন কৃষ্ণের হাতে জলপটি বেঁধে দিতে লাগল] ভাগ্যিস মাংস উঠে আসেনি, তাহলে তো আবার ডাক্তারের কাছে ছুটতে হত। [কালী হুঁকো নিয়ে এল]

কালী। [রাধাকে] এই নে ধর [রাধা মুখ ফিরিয়ে থাকে] কিরে—কি হল ?

যমুনা। হবে আবার কি মারামারি করে মরেচে। দাঁড়াও—ওদের জন্যি দুটো মুড়ি আনি। [প্রস্থান]

কালী। ইর মদ্দি মারামারি হয়ে গেল—যা ব্বাবা—

বৃন্দাবন। হবেনা—দুজনে একেবারে সাপে নেউলে। দেখনা—কি রকম করে কামড়ে দিয়েছে হাতখানা।

কালী। [রাধাকে] কিরে—রাক্ষস নাকি!

বৃন্দাবন। হবেনা—ক্ষিধের জ্বালায় একেবারে নররাক্ষস হয়ে আছে—সারাদিন তো খায়নি কিছুই—[যমুনা এসে দু'টো চাটাই পেতে দিল। একটা বড় পালি দিল মুড়ি ভর্ত্তি]

যমুনা। নে—বসে—খা—। জল এনে দিচ্ছি—[প্রস্থান। দু'জনে দু'দিকে মুখ করে খেতে বসল। কালী হুঁকো খেতে লাগল। যমুনা জল নিয়ে আসে।]

বৃন্দাবন। তাড়াতাড়ি করছিস কেন? আস্তে আস্তে খা। গলায় বেঁধে মরবি যে। [কৃষ্ণকে] হ্যাঁরে থাকিস কোথায়?

কৃষ্ণ। অরশীগঞ্জ—

কালী। এঁ্যা! আরশীগঞ্জে! [হুঁকো খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল] হ্যাঁরে কাঠু মণ্ডলরে চিনিস?

কৃষ্ণ। হ্যাঁ—

বৃন্দাবন। কালী!

কালী। তুমি থাম! হ্যাঁরে—[আমতা আমতা ক'রে] তার মেয়েরে?

বৃন্দাবন। কালী—! [কালী চোখ পাকাল বৃন্দাবনের দিকে]

কালী! দেখ—ভাল হচ্ছে না কিন্তু—। তা—হ্যাঁরে—চিনিস?

কৃষ্ণ। কারে? গঙ্গাদিদি?

কালী। [খুসীতে ডগমগ হয়ে] হ্যাঁ হ্যাঁ—

কৃষ্ণ। আমি যে তেনাদের বাড়ীর মাইনদার গো—।

কালী। তালি তো অনেক কথাই শুনতি পাস…তাই নারে?

কৃষ্ণ। কি কথা গো?

কালী। এই ধর—ঘর সুংসারের কথা…বিয়েথার কথা—

বৃন্দাবন। কালী—তুমি থামবে? [কালী মুখ গোঁজ করে চেয়ে রইল] তা—হ্যাঁরে—কে আছে রে তোদের?

কৃষ্ণ। কেউ না…!

বৃন্দাবন। কেউ না?

কৃষ্ণ। ওমা—স-ব ফক্কা! [পালিতে হাত দিয়ে দেখে আর মুড়ি নেই। শেষ এক মুঠো মুড়ি তুলে নিয়ে রাধা মুখে দিতে যাচ্ছে। দুজনের চোখাচোখি হতেই দু'জনে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। রাধা মুড়ি সমেত হাত বাড়িয়ে দেয় কৃষ্ণের দিকে। কৃষ্ণ নিয়ে মুখে দেয়। সবাই ওদের রকম সকম দেখে হেসে ফেলে]

যমুনা। হ্যাঁরে—আর দোব?

কৃষ্ণ ও রাধা। দ্যাওনা গো, সেই গেল কাল খেয়েলাম আর এই খাচ্ছি।

যমুনা। সে কি রে?

রাধা। হ্যাঁ গো—

যমুনা। দাঁড়া—দিচ্ছি—[প্রস্থান]

বৃন্দাবন। হ্যাঁরে—তা তোরা এই রাধা কেষ্ট সেজে বেরিয়েছিস?

রাধা। ওমা—আমরা যে বহুরূপী গো—

বৃন্দাবন। বহুরূপী—

কৃষ্ণ। এই করে তো রুজগার করি—নইলি খাব কি? [যমুনা মুড়ি এনে দিল]

রাধা। হ্যাঁগো—এক একদিন এক এক রকম সাজি—

কৃষ্ণ। কাল সেজেলাম হিরণ্য কশিপু—

রাধা। আমি পেল্লাদ—

যমুনা। তুমি পেল্লাদ! তা পেল্লাদই বটে! যা শান্তশিষ্ট!

বৃন্দাবন। আমি তো দেখছি তোরা দুজনেই হিরণ্যকশিপুর বাবা ···

কালী। শুম্ভ, নিশুম্ভ···

বৃন্দাবন। ঠিক বলেছ—

কৃষ্ণ। কি করব বল খেতি না পেলি কি করব? পরের বাড়ী খেটে খাব তাও ছাড়িয়ে দেলে। তাই পঞ্চা বললে চল বহুরূপী সাজিগে। পয়সা হবে। ও আবার কেষ্ট যাত্রায় রাধিকে সাজত কি না! এই সেই গানটা একটু ধর না। সেই যে [সুর করে] এক আনা দিব কড়ি···পার কর গো ত্বরা করি···

রাধা। আঃ [খেতে খেতে ভ্যাংচালো কালীকে] তোমার হুকোডা তো দিলে না—

কালী। দোব না মানে! দিবার জন্থিইতো আনা। [রাধাকে হুঁকো দেয়। রাধা হুঁকো টানে]
তা কি রে গাওনা টাওনা কিছু হবে—নাকি?

কৃষ্ণ। হবে গো—হবে—

কালী। তালি ধর—আর দেরী কচ্চিস ক্যানে?

কৃষ্ণ। [রাধাকে] পঞ্চা···

রাধা। নে—ধর···[হুঁকোয় শেষ টান দিয়ে উঠে পড়ল ও গান ধরল]

গান

কৃষ্ণ। ওরে ও—ময়ুরপঙ্খী বংশীধারী আমায় মজালী
ঐ উত্তর দিকে মেঘ উঠেছে—দেখনা সারি সারি
মরি হায় হায় রে…

রাধা। ওরে ও ঐ ঝড়ের মুখে ভাসল তরী
তাই না ভেবে মরি

কৃষ্ণ। তাই গিন্নী মুখে ঝাঁটা মারে যাই বলিহারি
মরি হায় হায়রে—

রাধা। ওরে ও ঐ ঘরে ঘরে ঢুকলো আকাল
মরণ মহামারী—

কৃষ্ণ। তাই গিন্নী বলে হব আমি
এবার দেশান্তরী—
মরি হায় হায় রে—

রাধা। ওরে ও ওই কট্ কবলায় বাঁধা পল
লাঙ্গল গরু জোয়াল

কৃষ্ণ। আর মহাজনের পেটটি ফুলে
হল যে বেহাল—
মরি হায় হায় রে—

রাধা। ওরে ও—ঐ দেশের যত বাঘ ভাল্লুক
হল যুধিষ্ঠির

কৃষ্ণ। আর ফোঁটা কেটে হুলো বিড়াল
কেঁদেই যে অস্থির
মরি হায় হায় রে—

রাধা। ওরে ও ঐ ফোঁটা কাটা হুলো বিড়াল
আস্ত বদের ধাড়ি

কৃষ্ণ। আর মিচকি হেসে নিল তোমার
খামার ভিটে বাড়ী···

রাধা। ওরে ও ময়ূরপঙ্খী বংশী ধারী
আমায় মজিও না—

কৃষ্ণ। এই বাঁশী ছেড়ে লাঠি ধরি
এই মনোবাসনা—
মোদের এই মনোবাসনা—
মরি···

[গানের মধ্যে হুঁকো খেতে খেতে শশী এসে বসে। গান গাইতে গাইতে ভিক্ষা নিয়ে ওরা চলে যায়। যমুনা ভিক্ষা দেয়।]

সবাই। বাঃ···বাঃ···বাহবা···বাহবা···

শশী। ঠিক বলেচে···খাঁটি কথা বলেচে··· "বাঁশী ছেড়ে লাঠি ধরি এই মনোবাসনা" তা লাঠি ধরারই কাল পড়েছে। শক্ত হাতে লাঠি না ধল্লি আর বাঁচা যাবেনা। আচ্ছা—ইরা যেন আমাদের কথাই বল্লে—বলে মনে হল। হ্যাঁরে বেন্দা—

বৃন্দাবন। তাই তো বল্ল—

শশী। খাসা বলেছে—ঐ দেশের যত বাঘ ভাল্লুক হল যুধিষ্ঠির! আরে—সে তো ঐ র়তন আর ছিপতি। দেখতি কত ভাল মানুষ! যেন ভাজা মাছ উল্টে খেতি জানেনা। শালা আবার ফোঁটা তিলক কাটে! মালা জপে! শয়তানের যাসু। গেল বারে অজন্মা হল—তা আমি গিয়ে বল্লাম, আমার গুসাই চারার মাঠে বিঘেখানেক আমন জমি

আছে—ঐটে কট্ কবলায় বন্ধক রেখে গোটা বিশেক ট্যাকা ছ্যাও…বড় ঠেকা। দু' বস্তা ধান কিনবো। বড় পূজোর আগে আউস উটলি ছাড়িয়ে নোব। তা ধান ফান তো চুলোয় গেল—জল না পেয়ে গাছের খোড় অবধি শুকিয়ে গেল। সে যাকগে মনে…যা হোক করে মরে হেজে ট্যাকা পয়সা জুগাড় করে গেলাম, ত্যাখুন বলে কি নচ্ছার—তুমার তো কথা ছিল পূজোর আগে নিবার। তারতো মিয়াদ কবে উতরে গিয়েচে। এখুন তার কি? সে আর পাবা না—প্যালাম না…দেলে না। শালা মেরে দেলে…

কালী। ঠিকই বলেছ কাকা। ঐ পদটা কি যেন…ঐ যে কি—ফোঁটা কাটা নাকি।

যমুনা। হুলো বিড়াল…

কালী। হ্যাঁ হ্যাঁ—ঐ ফোঁটা কাটা হুলো বিড়াল…আস্ত বদের ধাড়ি—

কালী। [গান করে] আর মিচকি হেসে নিল তোমার
খামার ভিটে বাড়ী…
মরি হায় হায়রে…

বৃন্দাবন। বাঃ…তুমি তো বেশ তুলে ফেলেছ কালী। [যমুনাকে] বেশ তুলেছে না? গাওতো গানটা…

যমুনা। দাদা খুব ভাল গায় মশাই…

কালী। ত্যাখুন যে বললি…গান শুনে গাধা ছুটে আসে…বলি এখুন কারা আসছে? [সবাই হাসে]

শশী। হ্যাঁ হ্যাঁ এই বের ন্যাও, ঠেলা সামলাও…

যমুনা। কখন বল্লাম?

কালী। বলিস নি? বেন্দা? কি মুখ বুজে আছ ক্যানে এখন?

বৃন্দাবন। হাঃ···হাঃ···হাঃ···

শশী। [হুঁকোয় মুখ রেখে] তা তো হোল, ইবারও কি আকালের বছর এলো নাকি? এই যে সিদিন বলাইয়ের বৌডো নোনা গাছে গলায় দড়ি দিয়ে মল—সে তো ওই না খেতি পেয়েই মল—

যমুনা। চৌকিদার যে বল্ল পেটের রোগে···

শশী। বল্লিই হল? নিজির চোখি দেখলাম যে উপোষ দিয়ে মেয়েডা মল। বলি না খেয়ে নাড়ী শুকিয়ে যে রোগডা হল—তার কি? মরবে মরবে সব মরবে। কাউরি আর বাচতি হবে না। ঘরে ঘরে হাহাক্কার উঠেছে। ধান চালির যা দাম তা তো আর হাতে ধরা যায় না। নোকে গরু বেচচে; নাঙ্গল বেচচে···থালাবাসন বেচচে···ভিটে বাড়ী বন্দক দেচ্ছে···দেশের যেন দশ দশা ধরেছে। হরির নুট নেগে গিয়েছে···নে—কে নিবি নে···লুটে লুটে খা···আর সহ্যি হয় না···[বাইরে গোলমাল শোনা যায়]

বৃন্দাবন। কারা? [সবাই উঠে দাড়ায়। গ্রামবাসীগণের প্রবেশ]

১ম। তুমরা এখেনে বসে আছ?

২য়। আর আমরা তুমাদের সাত মুল্লুকি খুঁজে বেড়াচ্ছি।

৩য়। ওদিকি কি হয়েচে জান?

বৃন্দাবন। কি হয়েছে?

১ম। রতন বিশ্বেস লুটিস টেনিয়েচে···

২য়। বারালী তলার থান, গরু চরা ভাগাড়, শ্মশান, বড় দিঘী—সেখেনে আর কেউ ঢুকতি পারবেনা—

৩য়। ইবার আর বারালী তলায় পোষকালীর পূজোও হবে না—

শশী। ক্যানে ?

সবাই। সবতো রতন বিশ্বেসের নামে রেকোড হয়ে গিয়েছে

শশী। কি করে হল ? সে তো বারালী সম্পত্তি—পাঁচজনির জায়গা। লুটিশ টামালিই হল ?

১ম। সে তো বলচে—এ তার খাস জমি—

শশী। খাস—বল্লিই খাস ! এত কাল বাপ ঠাকুর্দ্দার আমল থিকে গাঁয়ের নোক ভোগ দখল করে আসছে—আর আজ খাস বল্লিই অম্নি খাস হয়ে গেল—

২য়। সে তো বলচে…সে তো আর নোকের নামে নিকাপড়া করে দিই নি ?

শশী। ইর জন্যি নিকাপড়ার দরকার কি ? এতকাল গাঁয়ের নোক ভোগদখল করে আসচে—এ সম্পত্তি এখুন গাঁয়ের দশ জুনার !

৩য়। ঠিকই তো। আজ ইটা নোব, কাল সিটা নোব, তারপর দিন বাড়ীঘর, ক্ষেত খামার নিজির নামে রেকোড করে নোবো—একি মগের মুল্লুক ?

২য়। ইর পর তো জমিও দেবেনা—চষবটা কি ?

বৃন্দাবন। যাতে দেয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে—

শশী। ও মনে ভেবেচে কি। ও বেলা সুবলরে ভয় দেখিয়েচে, এবেলা লুটিশ টেনিয়েচে, যা মন নেয় তাই করচে, ওকি সাপের পাঁচ পা দেখেচে ? টাঙাক লুটিশ…ও দখল নেয় কি করে তাই একবার দেখি !

১ম। তালি উদির খামারে ধানই বা তুলি ক্যানে—

২য়। একে মা মনসা তায় ধুনোর গন্ধ! বাগে পেয়ে ধান যদি আর না দেয়—

তৃয়। তালি তোলব না ধান উদির খামারে—

বৃন্দাবন। ঠিক—

সকলে। আলবৎ ঠিক।

[পর্দ্দা]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[একই দৃশ্য। বিকেল বেলা। সন্ধ্যা হতে দেরী আছে। কালী বিচুলি কাটছে আর গোয়াল ঘরের দিকে চেয়ে বকছে]

কালী। আ মলো যা—মরণ। হাড় হাবাতে গরুর ট্যানা হ্যাঁচড়া স্বভাব আজও গেল না। দড়িটে ছেড়বে নাকি ! এ্যাঁ—দেখ, দেখ—ছেড়লে ছেড়লে [চীৎকার করে উঠলো] এ্যা—ই—এ্যা—ঐ হারানী, দড়ি যদি ছেড়ে, তুমারে আমি একেবারে পিষে মেরে ফ্যালাবো হারামজাদা গরু হ্যাঁ—মনে থাকে যেন। আমার রাগ তুমি চেনন। [আবার বিচুলি কাটতে কাটতে] বজ্জাত গরুর কাটতি তর সংনা। মুলা সপ্ সপ্ করে। গাদন খেয়ে খেয়ে জিভির তার বেড়েছে কত ? গাদন যে আসে কুত্থিকে তার খিয়াল নেই। এই নিয়ে দু'পণ বিচুলি ধার হয়ে গেল নেতাই ঘোষের কাচে—ওরে ও যমুনা—যমুনা—

যমুনা। এই তো—

কালী। [ভেংচিয়ে] এই তো—বলি কি—হল কি ?

যমুনা। [নেপথ্যে] তুলবো তো না কি ?

কালী। বলি তিন ডাবরী জল তুলতি কি তোর তিন বেলা নাগবে নাকি ?

যমুনা। [নেপথ্যে] তা তুলে দেখলিই পার কবেলা নাগে

কালী। গট্টোরে যে দুটো সানি মেখে দোবো তা তোর ডাবায় এখনও জলই দিয়া হল না—বলি গট্টো যে ক্ষিদের জ্বালায়

ছটফটিয়ে মরে য়াচ্ছে সে জ্ঞান আছে—[যমুনার প্রবেশ। কাঁখে এক কলসী জল]

যমুনা। জল তুলা বল্লিই তুলা—না ? এই সাত ছিরকুটি দড়ি দিয়ে কোন মানুস জল তুলতি পারে শুনি ? এই ছেঁড়ে তো সেই ছেড়ে—তার উপর কলসীর কাঁদা গিয়েচে ভেঙ্গে। [দাওয়ায় উঠতে উঠতে] দড়ি কলসীর যা ছিরি—জল তুলার চেয়ে গলায় বেঁধে ডুবে মরা ভাল।

কালী। [রসিকতা ক'রে] তা একবার চেষ্টা করে দেখলিই পাত্তিস।

যমুনা। [দাওয়ায় উঠে] তাহলিই তুমরা বাঁচ—ন্যাটা চোকে। সে কি আমি বুঝিনে ? সব বুঝি। তুমার বিয়ে হোক আগে—বৌ আসুক তার হাতে ঐ দড়ি কলসী বুঝিয়ে দিয়ে তেবে মরব। [কলসী নামিয়ে রেখে ঘরের মধ্যে চলে গেল]

কালী। [তেমনি ভাবে বিচুলি কাটতে কাটতে ঠাট্টা করে বলল] ইস্ আমার বৌ এলি তোদের মতন জল তুলতি দিচ্ছি আর কি ?

যমুনা। [ঘর থেকে বেরিয়ে এল। হাতে আয়না, চিরুণী, ফিতে, সিঁদুর কৌটো—। চুল বাঁধতে বসল] না—সোনা দিয়ে হাত পা বাঁধিয়ে কাঁচের আলমারিতি রেখে দিও। পটের বিবির মতন দেখাবে। সাত গাঁয়ের নোক এসে দেখে যাবে—। [চুল খুলে দিল]

কালী। রাখব না ত কি ? জল তুলিয়ে তুলিয়ে হাতে পায়ে হাজা ধরিয়ে দোব নাকি ?

যমুনা। [চুল বাঁধতে বসে] তা হলি দেশের নোকের হাত পা

এ্যাদ্দিনে খসে পড়ে যেত বুঝলে? দেখে এসো না কুয়োর পাড়ে গিয়ে—কুন দড়িত্তি জল টানি—তুমার বৌ হলি এ্যাদ্দিনে দড়ি কলসী নিয়ে কুয়োর মদ্দি মুখ খুসে পড়ে মরত। [খিল খিল করে দুজনে হেসে উঠলো]

কালী। [বোকা বোকা ভঙ্গিতে] বুঝলিরে—সিদিন হাটে যাচ্ছেলাম —আরশীগঞ্জের মদ্দি দিয়ে, দেখি কাঠু মণ্ডলের মেয়ে একখান আখ চিবুতি চিবুতি গরু তাড়াত্ তাড়াতি যাচ্ছে।

যমুনা। আর তুমি বুঝি হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখতি নেগে গেলে।

কালী। আ-মা! তা দাঁড়াব ক্যানে? [ভঙ্গী করে] আমি কোন দিকি না তাকিয়ে সিধে গ্যাটম্যাট করে চলে গেলাম!

যমুনা। বল্লিই হল—তাহলি দেখলে কি করে—?

কালী। কই দেখিনিত—

যমুনা। তেবে যে বললে…

কালী। আ-মা! সেতো আড় চোখে। [যমুনা হেসে উঠল] ঐ মেয়ের সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়—নারে যমুনা,- তালি না—তালি না খু…উ…ব ভাল হয়। আমার মনডা কি বলে জানিস। [কি বলে বোঝাবে ভেবে না পেয়ে] কি বলে জানিস? মনের মদ্দি যেন অষ্টক্ষণ হাঁসফাঁস করে। না—না যেন একটা রেল গাড়ী হুস হুস করে চলে যাচ্ছে। [যমুনা খিল খিল করে হেসে উঠল]

যমুনা। আর ঐ গাড়ী করে তুমার বৌ কুথায় যেন চলে যাচ্ছে।

কালী। ধেৎ! যাচ্ছে কি? আসছে। দিনরাত আসছে— সব্বক্ষণ আসছে। হ্যাঁরে…বিয়ের কথা কি বলেরে… বাবা—

যমুনা। বাবা···বলেচে বিয়ে হবে না। অত ট্যাকা পন দিয়ে মেয়ে ঘরে আনতি পারবে না।

কালী। অত ট্যাকা? কত ট্যাকা? ভারী ত তিন কুড়ি পনেরো ট্যাকা, তাই দিতে পারবে না—ক্যানে, তিনমণ ম্যাস্তা হয়েলো, ম্যাস্তা বিক্কির ট্যাকা কুতায় গেল—হাওয়ায় উড়ে গেল—

যমুনা। তার আমি কি জানি?

কালী। জানিস তুই সবই। মাথাডা বিগড়িইছিসত' তুই। যাতে বিয়ে নাহয়—সেই চিষ্টাই তুরা সবাই মিলে করিস। সেকি আমি বুঝিনে কিছু।

যমুনা। কি বলচ?

কালী। আমায় সবাই বলে বিয়ে পাগলা। আমি বুঝিনে কিছু? থাকবো না এ স্বংসারে আমি। কিসির জন্থি থাকবো—কার জন্থি থাকবো—কিডা আছে আমার? আমার দিকি ফিরে তাকাবার য্যাখন কেউ নেই ত্যাখন আমিও ভেন্ন হয়ে থাকব। আলাদা হয়ে খাব। গুড় বিক্কিরির ট্যাকা দিয়ে বিয়ে করব। দেখি কিডা ঠেকায়।

[বিচুলির ঝুড়িটা নিয়ে চলে গেল। যমুনা হতভম্বের মত চেয়ে রইল। নেপথ্যে রতন ডাকে] হাজারী··· হাজারী···

যমুনা। কে? [উঠে উঁকি দিয়ে দেখে]

রতন। [নেপথ্যে] হাজারী বাড়ী আছিস নাকি?

যমুনা। [চাপা গলায়] দাদা···ও দাদা···দেখ না কে·

কালী। [নেপথ্যে] কে?

রতন। [নেপথ্যে] কে কালী নাকি? আমি—

কালী। [নেপথ্যে] ওঃ এই যাই…[প্রবেশ করে]

যমুনা। [চাপা গলায়] কিডা ?

কালী। [চাপা গলায়] রতন বিশ্বেস !

যমুনা। এঁ্যা !

কালী। জল চৌকিডে বের কর… [দ্রুত প্রস্থান]

[যমুনা ঘরে চলে গেল। একটু পরে জল চৌকি এনে উঠোনে পেতে দিল। কিছু পরে কালী ঢুকল]

যমুনা। গিযেচে ?

কালী। হ্যাঁ গেল—কিন্তু—

যমুনা। তা ও মরা মরে আবার এল ক্যানে ?

কালী। তাইতো…আসে নাতো কখনও। বাবাবে যেতি বলল—ইর মানেডা কি ? [কালী বসে]

যমুনা। ওসব নোকের আবার মানের দরকার হয নাকি ? কখুন কুন মতলবে ফেরে তার ঠিক আছে ? [চুল বাঁধতে বসে] কি রকম করে তাকায মাগো ! সিদিন বড় দীঘি থেকে চ্যান করে উঠচি—ওমা—দেখি পাড়ের ওপর সঙের মতন দাড়িযে। আ—মর—তা সরেই দাড়া। কিছুতিই সরে না। সেই আমারে পাশ দিয়ে উঠে আসতি হল।

কালী। তুই থাম। আমার মোটেই ভাল ঠেকচে না। নিচ্চয় কিছু একটা ঘটেচে। নইলি বাড়ী বেযে রতন বিশ্বেস বলতি আসবে—[চিন্তা ক'রে] উ হুঁ। আমি বরং বেন্দারে খবরডা দিয়ে আসি। [আকাশের দিকে চেয়ে] ওমা ! ইদিকি যে আবার সন্দে হযে এল। দেখি আবার কুতায পাই বেন্দারে ! [প্রস্থান]

[যমুনা চুল বাঁধা সেরে সাঁঝ দেখাবার জন্যে ভিতরে গেল]

সুবল। [নেপথ্যে] দাদা—দাদা বাড়ী আছ নাকি ? [যমুনা প্রদীপ হাতে বেরিয়ে এল] হাজাদ্দা…ও হাজাদ্দা [দ্রুত ঢুকল] এই যে যমুনা…হাজাদ্দা কম্‌নে ?

যমুনা। বাবা ত' আসি নি।

সুবল। সেক্কি—আজও আসিনি ?

যমুনা। আসার ত' কথা।

সুবল। দেখ দিনি—কি করি এখন। শশীদারে প্যালাম না। হাজাদ্দা নেই। মিটিংইর পর বৃন্দাবন গিয়েছে কুন গাঁয়ে—আচ্ছা ফেরে পড়লাম তো। এখুন কি করি—আচ্ছা, কেউ এলি ব'ল—সুবল কাকা এয়োলো। ব'লো রতন বিশ্বেসের আবভাব মোটে ভাল না—য্যাখন ত্যাখন এট্টা কিছু বাধিয়ে বসতি পারে। এই মাত্তর পার ঘাটায় বিশে পাট্‌নির মুকি শুনলাম রতন বিশ্বেস নাকি নেঠেল জুগাড় কত্তি নেগেছে। আবার শোনলাম পুলুস আসবে। কি জানি কার যে সব্বোনাশ হবে। কেউ এলি ব'লো বুঝলে—আমি চল্লাম [চলে যেতে যেতে ফিরে এসে] ওঃ তুমারে এট্টা কতা কই,—কতিও বাধে আর না কয়েই বা করি কি ? আমারে সের দেড়েক চাল ধার দিতি পার—কাচ্চাবাচ্চাগুলোরে রাত্তিরির মতন ফুটিয়ে দেতাম। কাল রাত্তিরি তো ছেলে মেয়ে কডা ক্ষিধের জ্বালায় ঘেঙিয়ে ঘেঙিয়ে নেতিয়ে পড়ল…একসুমায় রাত পুইয়ে গেল। সেই যে ভোর তাগাদি বেরিইছি—এখনও কিচ্ছু জুগাড় কত্তি পারিনি। খালি হাতে কি করে যে বাড়ী ঢোকবো—সেই হয়েছে ভাবনা। [যমুনার হাত থেকে প্রদীপ পড়ে যায়] ও কি ! সন্ধে পিদিম মাটিতি ফেললে ?

যমুনা। আমি এলাম বলে—[প্রদীপটা তুলে নিয়ে ফের জ্বালাল। দাওয়ার ওপর প্রদীপটা রেখে ভিতরে গেল। চাল নিয়ে এল] এই কটা নিয়া হোক কাকা—

সুবল। ওমা! এযে একরাশ চাল!

যমুনা। তা হোক!

সুবল। না-না-না। তুমাদের আছে ত?

যমুনা। আছে—।

সুবল। দেখ দিনি—তুমারে বলেই বিপদে পড়লাম। তুমি বরং এট্টু কুমিয়ে ঝুমিয়ে গ্যাও।

যমুনা। এতে দুটো দিন কোন রকমে চলে যেতি পারে।

সুবল। গ্যাখ দিনি। মন সরচে না মোটে। [চাল নিয়ে] তুমি আজ যে উপকারডা করলে মা—তুমারে কি বলবো। চের জন্ম তুমি য্যান এমনি ধারা থাক। [প্রস্থান]

[যমুনা খুটি হ্যালান দিয়ে ভাবতে লাগলো। চোখে জল—একটু পরে প্রদীপ হাতে নিয়ে কপালে হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে প্রণাম করতে করতে তুলসীতলায় নমস্কার করছে এমন সময় বাইরে হাজারীর গলা শোনা গেল]

হাজারী। [নেপথ্যে] কইরে সব গেল কম্‌নে—ওরে ও যমুনা—যমুনা আগে ধর ধর। এই পোটলাটা ধর। ড্যানাডা য্যান একেবারে ছিঁড়ে পড়ছে—বাব্বা।

যমুনা। [পোট্‌লাটা নিয়ে] তা এত দেরী করলে যে। শান্তিদি কেমন আছে?

হাজারী। আরে…সে সব মিথ্যে। হাঃ…হাঃ…হাঃ সব মিথ্যে। [হাজারী কাঁধ থেকে ধামা নামায়]

যমুনা। সে আবার কি?

হাজারী। আরে সে অনেক কতা। আমরা ত' কেউ অনেকদিন চাঁদপুর প্যানে যাইনি—তাই অসুকির কতা নিখে নিয়ে গিয়েছে—কম ধুর্ত্তু! এমনি বল্লি যদি না যাই। তাই মিথ্যে করে নিকেচে বাড়াবাড়ি। হাঃ···হাঃ···হাঃ কাণ্ড আর কারে বলে? মাঝখান থিকে আমার নাকালের একশেষ—ছ' কোশ পথ হাটাহাটি। তেবে এ এক রকম ভালই হল। মেয়েডা আগের চেয়ে ভালই আচে। মনডায় শান্তি পালাম। কিন্তু এই এতডাপথ যাওয়া আসা—শরীলি য্যান আর ছায় না।

যমুনা। হাত পা ধুয়ে এট্টু গড়িয়ে ন্যাও। আমি চ্যাটাইটা বিছিয়ে দিই।

হাজারী। আগে শশীরি খবরডা দিই, সে হয়ত ভেবেই মরচে—

যমুনা। [কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে] কাকারে আবার খবর দিয়া ক্যানে! আমরা ও বাড়ী যাওয়া ছেড়েই দিইচি।

হাজারী। ক্যানে? ও বাড়ী দোষটা করলে কি?

যমুনা। দরকার কি অত গা মাখা মাখিতি—বেশ আছি। ও বাড়ীর কাকী জল নিতি এয়োলো, বলে দিইচি এ বাড়ী থিকে জল নিয়া তুমাদের আর চলবে না—

হাজারী। তুই—তুই বললি!

যমুনা। বলব না ভয়ডা কিসির?

হাজারী। ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ···কি নজ্জার কথা! এখুন উরা জল পাবে কুথিকে? এ দিকির মদ্দি কুয়ো বলতি এক আমাদের বাড়ী—আর সেই নয়ন মণ্ডলের বাড়ী। তা উরা কি এখন যাবে সেই সাত কোশ পথ ঠেঙিয়ে জল আনতি? তোদের কি সব ভীমরুতি ধরেচে? যা—এক্ষুণি যা, বল

জল নিয়ে যেতি। শশী হারামজাদাও বুঝি আসিনি একবার। ওরে আমি দেখাচ্চি মজা। এই শশী—শশী—
এই হারামজাদা শশী— [প্রস্থানোদ্যোত]

যমুনা। যাচ্ছ কুতায় ? বেড়া দিয়া রয়েচে না ?

হাজারী। ধুত্তোর বেড়ার ক্যাতায় আগুন ! এই শশী—শশী—

যমুনা। তুমি থাক—আমি যাচ্ছি—

হাজারী। তুই যাবি মানে ?

যমুনা। [ঝোলাটা খুলতে খুলতে] বড়ির ডাল কুটতি দিইচি কাকীর কাছে। নিয়ে আসি গে আর বলেও আসি—

হাজারী। এই যে বল্লি। ওবাড়ী যাওয়া ছেড়ে দিইচিস ?

যমুনা। হাঃ···হাঃ···হাঃ···।

হাজারী। ও মেয়ে ! আমার সঙ্গে এতবেলা রঙ্গ করা হচ্চলো !

যমুনা। হাঃ···হাঃ···হাঃ ওমা ! কত চিড়ে বাবা !

হাজারী। শাস্তি বেঁধে দেলে। আর কি এনিচি দেখলিনে। এই ছ্যাখ্। এই নে কপি। একটা ফুল, একটা বাঁধা।

যমুনা। নেলে কত ?

হাজারী। বল দিনি কত হতি পারে। আর এই হল বেগুন আর বরবটি।

যমুনা। ছুটো—ছুটো—আট আনা।

হাজারী। ও—মুখ দেখে দেবানি। যা দিনি কিডা ছ্যায় দেখি। এই হল পা'লন শাক। আর মুলো ছুগণ্ডা।

যমুনা। তালি দশ আনা।

হাজারী। দশ আনা ! হাঃ হাঃ। যা ম্যাগ্যি গণ্ডার বাজার—এট্যা পাতি নেবুর দামই ছুপয়সা। সেখেনে ছুটো কপি দশ আনা। কপি এড়ে কলা দেবানি। [বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল]

যমুনা। তালি বার আনার এক পয়সা বেশী না।

হাজারী। এক পয়সাও নাগিনি···হাঃ···হাঃ···হাঃ···

যমুনা। ও হরি···কিনা না? তেবে···!

হাজারী। আরে সবতো বিয়াইয়ের ক্ষেতের জিনিস। খালি হাতে ফেরবো তাই হাত ভত্তি করে দেলে। আর বলদিনি ইটার মদ্দি কি?

যমুনা। দেখি! দেখি···

হাজারী। উঁ···হুঁ···আগে বল।

যমুনা। দেখি না।

হাজারী। আগে বল···

যমুনা। কাটা তামাক।

হাজারী। হাঃ···হাঃ···হাঃ···তামাক! এই দেখ, শাড়ী। তোর জন্যি কেনলাম···

যমুনা। আমার জন্যি? আমার শাড়ী কিনতি গেলে কি জন্যি? জান, দাদার পরনে কাপড় বলতি কিচ্ছু নেই।

হাজারী। আর তোর বুঝি তোরঙ ভত্তি বেনারসী রয়েচে।

যমুনা। আমি বাড়ীর মদ্দি থাকি—যা হয় পরব। ছিড়া—ছিড়া, ভাল ভাল—কিছু এসে যায় না।

হাজারী। ও! মেয়ের আমার পাটোয়ারী বুদ্ধি হয়েছে দেখছি—এ্যা···হাঃ···হাঃ···দোতলা না হয়ে আর যায় না ইবার। বলি আমার সোমত্ত মেয়ে তেনা পরে নোকের ছুমুতি ঘুরে বেড়াবে আর বাপ হ'য়ে তাই চেয়ে চেয়ে ত্থাকব। আমার মুক উজ্জ্বল হবে। বুকা মেয়ে! দেখ দিনি পছন্দ হয় কিনা। কি য্যান নাম বলল হেমন্ত রায় কাপড়টার ···ও হ্যাঁ হ্যাঁ পথিক···পথিক শাড়ী। কি পছন্দ হয়েছে?

তালি আমার পছন্দ আছে বল। নোকে বলে চাষার পছন্দ নেই।

যমুনা। ট্যাকা দশটা সবই বুঝি খরচ করে এলে ?

হাজারী। তা ট্যাকা থাকলিই খরচ হয়।

যমুনা। এই টানাটানির মদ্দি কি দরকার ছিল এতগুনু ট্যাকা খরচ করে কাপড় কিনবার। গাইটের বিচুলি নেই। জান—যে কটা ছিল তাও ফুরোলো। আর কি বলে তুমি অতগুনু ট্যাকা—না হোক জলে ফেলে দিয়ে এলে।

হাজারী। জলে ফেলতিই দেখিস্। জিনিস দব্য যেন সব ফেলে দিবার জন্যি ?

যমুনা। না বাবা! তুমি বড্ড বেনায় খরচ কর। কি করে যে সুংসার চলবে, সে তুমি এট্যু ভেবে দেখ না। [জিনিষ-গুলো নিয়ে ঘরে গেল]

হাজারি। না—আমি ভেবে দেখিনে, ভেবে দিয়ে যায় অন্য জুনা। কথা শুনলি গা জ্বলে যায়। কত ধানে কত চাল হয় তার তুই কি বুঝবিরে ? কুথাকার জল কুথায় টেনে এনে যে সুংসার চালাই—সে আমি জানি—আর জানে ওপর-আলা। কি চ্যাটাই ফ্যাটাই কি দিবি দে। শরীল আমার ভেঙ্গে পড়চে। [যমুনা চ্যাটাই বিছিয়ে চলে গেল] শীতটা যেন আর কদিন থিকে পড়চে না। মানষির রোগের ছিষ্টি। [শুয়ে পড়ে] আঃ—মাগো—। শরীল যেন আর বয়না। কি রাঁধবিরে ? কপির ডাল্লা কর আর ভাত। ব্যাস—রাত্তিরি আর কিছু না। কদ্দিন যে মুকির স্বাদে খাইনি। খাওয়া দাওয়া যেন একেবারে সব ভুলিই গেলাম। ওরে এক গেলাস্ জল দেদিনি [যমুনা জল নিয়ে ঢুকলো]

হাজারী। কিরে? কি রঁাধবি? [জল খায়] কি হল, কথা কচ্ছিস নে যে। নক্ষী কি বাড়ন্ত নাকি?

যমুনা। ছিল বাবা! যা ছিল তাতে আমাদের একদিনির মতন হয়ত চলেও যেত। কিন্তু খানিক আগে সুবল কাকা এসে বল্ল তার ছেলেমেয়ে কডা আজ দুদিন হলো না খেয়ে আছে। আর থাকতি পাল্লাম না। ঘরে যে কটা চাল ছিল ঢেলে দিলাম।

হাজারী বলি হিসেব নিয়া হচ্চোলো আমার থিকে—না? বলি এখুন কে কার হিসেব নেয় শুনি? বেশ করিচিস মা—বেশ করিচিস্। মানষির দুঃখি যাদের মন গলে না, মানষির কান্নায় যাদের প্রাণ কাঁদেনা তারা কি মানুষ? হিসেব নিকেস যিদিন হয় হবে, নাহয় না হবে। কিন্তু এ্যাখুন তো বাঁচুক। খেয়ে বাচুক। যাই দেখি শশীর কাছে। শান্তির খবরডাও দিয়ে আসি—আর রাত্তিরির মতন খুরাকির চালও চেয়ে আনি। তুই ত্যাতক্ষণ আকায় আগুন দে। এই আমি যাব আর আসব।

কালী [নেপথ্য থেকে ডাকতে ডাকতে] যমুনা—যমুনা—এই যমুনা—একি বাবা! ভালোই হয়েচে। এসব কি শুনচি বল দিনি। বিলির মাঠের চাষ নাকি আমরা করি নি।

হাজারী। কিডা বললে?

কালী। সবাই ত' বলচে কার কতা কব। উপ্‌নের দুকানে গিয়েলাম সেখেনেও শুনি রতন বিশ্বেস নাকি বলে গিয়েচে ও জমি শশী চষেছে।

হাজারী। ও জমি শশী চষেচে! শশীর ত' মাত্তর তিন বিঘের চাষ, আর আমার যে বার বিঘের! শশীও তাই বলে বেড়াচ্ছে নাকি?

কালী। তাই তো বলচে সবাই।

হাজারী। শশীও তাই বলচে? ও এতবড় নেমকহারাম? আমি জানি ও চেরকালের হারামজাদা। ওরে কি আজ আমি নতুন চিনছি। বিশ বছর ধরে ওরে দেখে আসছিনে, ওর হাড়ে হাড়ে শয়তানি। বলি বিলির মাঠের বার বিঘের চাষ আমি আজ এক যুগ থিকে করে আসচি, আজ কিনা···আচ্ছা······আমি যাচ্ছি শশীর কাছে।

[প্রস্থানোদ্যত]

কালী। কাকাতো গিয়েচে গাজিপুরের হাটে।

হাজারী। আচ্ছা, আসুক সে···

কালী। আবার রতন বিশ্বেস তোমার খোঁজে কি জন্যি এয়েলো, কি জানি! রাত্তিরিই যেতি বলেচে একবার।

হাজারী। আমারে! আচ্ছা—তুই দ্যাখতো কালি, রাত্তিরির মতন কাঠা দেড়েক চাল কুথাও ধার পাশ কিনা। আমি ঘু'রে আসি একবার রতন বিশ্বেসের কাছ থেকে।

[প্রস্থান]

কালী। [যমুনাকে] তা একথা বেলা বেলি বলতি কি হয়েলো?

[রেগে প্রস্থান। যমুনা দাওয়ার খুটি ধরে দাড়িয়ে রইল।]

[পর্দ্দা]

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

[একই দৃশ্য। রাত্রি অনেক। কালী একটি চাদর মুড়ি দিয়ে দাওয়ার উপর পায়চারী ক'রতে ক'রতে একবার নিচেয় নেমে এলো। তারপর আবার উঠে যেতে গিয়ে দেখল দরজার একটা কপাট ধরে বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে যমুনা দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের দেওয়াল ঘেঁষে একটা লম্ফ জ্বলছে। তার লম্বা শিস্ উঠছে। কালী একটু থেমে দাওয়ায় উঠে গেল। হুঁকোটা নিয়ে লম্ফর আগুনে টিকে জ্বালিয়ে উবু হয়ে একটা খুটির গায়ে ঠেস দিয়ে বসে হুঁকো টানতে টানতে অন্য মনস্ক হয়ে যেতে লাগলো। একবার উঠে বাইরে নেমে চারিদিক দেখে]

কালী। [যমুনাকে লক্ষ্য করে] ত্যাখুনই জানি, এত দহরম মহরম যেখেনে সেখেনে ছাড়াছাড়ি হল বলে। সেই কথায় আছে না—ভাব ভাব ভাব ভাবুনি—ভাবের ঘরে যাবনি। এখন যে একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হবে। [যমুনা নিরুত্তর। কালী ফিরে এসে বসে হুঁকা খেতে খেতে] উঃ কি সব্বনেশে কতা। অতিবড় শত্তুর যে তারও ধম্ম অধম্ম বলে জিনিস আছে। আর ঐ শশী কাকা—বাবা যারে দিনরাত বুকির পাঁজর দিয়ে আগলে আগলে এলো—সেই কিনা এমন বেধুম্মুতে কল্লে! [তামাক খায়। যমুনা তেমনি নিরুত্তর] নাঃ···বাবা তো এখনও ফে'রলে না—রাত দোপর হয়ে গেল—দেদিনি হারিকলডা ধরিয়ে, একবার দেখে আসিগে। [ফে'র হুঁকো টানতে লাগল]

যমুনা। হেরিকেনের কাঁচ নেই!

কালী। এই সিদিনে বাবা নিয়ে এলো—ইরমদ্দি গিয়েচে? কি চুপ করে আছিস যে? [আপন মনে] আর যাবিই বা না ক্যানে—নক্ষীছাড়ার সুংসার হলি যা হয়—তাই হয়েচে [প্রস্থানোদ্যত]

যমুনা। খেয়ে বেরোও। সবাই বাইরি বাইরি থাকবা আর আমি সারারাত ধরে হেসেল আগলে বসে থাকি। [যমুনা রান্নাঘরে যায়]

কালী। তা দে। বাবার জন্যি নয় ভাত বেড়ে ঢাকা দিয়ে রাখ। [তামাক টানে] হ্যাঁরে নশে, হারানে, মাতলা সব খেয়েচে ?

যমুনা। [ভাতের পাথর নিয়ে ঢুকলো] খেয়েচে।

কালী। তা তুই বা কতকাল হেঁসেল আগলে বসে থাকবি, তুইও খেয়েনে। রাত তো আর কম হল না।

যমুনা। [পিড়ি পেতে দিয়ে পাথর নামিয়ে দিল] বস। [কালী উঠে এসে বসল।]

কালী। একটা লঙ্কা দেদিনি। [যমুনা চলে গেল। একগ্লাস জল এনে দিল।] আমি চ্যালাম কি? বল্লাম কাঁচা নঙ্কা থাকে তো দে—তা না—নিয়ে এলি জল—আমি কি জল খেয়ে পেট ভরাব।

যমুনা। [অবাক হয়ে] ওঃ! নঙ্কা তো নেই।

কালী। গাছেও নেই ?

যমুনা। রাত কোরে কেউ গাছে হাত দেয় ?

কালী। তালি একটু গুড় আর তেতুল ফেতুল দে।

[যমুনা তেতুল আর এক গাছান গুড় বের কোরে নিয়ে এসে তুলে দিতে লাগল]

কালী। বলি তুই কচ্চিস কি ? দেখে দিচ্চিস না চোখ বুজে দিচ্চিস ? এত গুড় খেয়ে মরব ! আমি ত্যাখন থিকে দেখচি—তোর কুনু কাজে মন নেই, ক্যানে কি হয়েছে কি ?

যমুনা। কিচ্ছু না—বাবা বলচোলো—কাত্তিক মালোর কাছ থিকে গুড়ির দামটা নিয়ে আসতি। তাই দিয়ে কুন মুনিষ ধরবে। নইলি রতন বিশ্বেস নাকি ধান কেটে নিয়ে যেতি পারে।

কালী। নেবেনা ক্যানে ? ঘরের নোকই যদি শত্তুতা করে তা বাইরির নোকের দোষ কি ? শত্তুর তো আর এ্যাখুন আমাদের একটা না, শত্তুর এ্যাখুন আমাদের চৌদিকি।

যমুনা। কি বলতি চাও তুমি ?

কালী। আমাদের ঐ শশী কাকা—দেখতি ভিজে মেকুরটি। ভাজা মাছ উল্টে খেতি জানেন না। পেটে পেটে কুবুদ্দির জিলিপী। সে কিনা বলে ঐ বিলির মাঠের ধান সব সে একা করচে।

যমুনা। কক্ষনো না—কাকা তেমন মানুষই না— [প্রস্থানোদ্যত]

কালী। রেখে দে তোর ভাল মানষির কতা। কে কি রকম মানুষ তা আর আমাদের চিনতি বাকি নেই। এতকাল এক সংগে থেকে যদি সে এই বলতি পারে—

যমুনা। মিথ্যে কথা—

কালী। মিথ্যে কথ্যা ?—বলি উপ্‌নের দুকানে যারা বলাবলি কচ্ছোলো তারা কি সব মিথ্যে কতা বলে বেড়াচ্ছে ? দুকানের ছামুদিয়ে আসতিই তো আমারে বললে—কিগো কালীপদ, তুমাদের ঐ বেন্দার বাপ কি ব'লে বেড়াচ্ছে ? বলির মাঠের রুয়া নাকি সে একাই করেচে ?

যমুনা। এ তাদের বানানো কতা।

কালী। বানানো কতা? তাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—তারা যাবে সব বানাতি। সাধে কি আর বলেচে বারো হাত কাপুড়ি মেয়ে মানষির কাছা নেই। শুধু তারা ক্যানে—ঐ রতন বিশ্বেসও বলে বেড়াচ্চে।

যমুনা। রতন বিশ্বেসেরে তুমি বিশ্বেস কর?

কালী। নোকে তা বলচে তার সঙ্গে শশী কাকার ষড় আছে তলে তলে—

যমুনা। তুমি বলে তাই বিশ্বেস করেছ, অন্য কেউ হলি তাদের মুখে চূণকালি দিত। [ঘরে চলে গেল]

কালী। তুই চুপমার—হাড়ির সব ভাত সুমান—ঐ বেন্দাও—ইর মদ্দি আছে—

যমুনা। [ফিরে দাড়িয়ে চিৎকার করে] দাদা—মানুষ চিনতি শেখ। সে তুমাদের মত না। [দরজার কপাটটা আকড়ে ধরল] তুমাদের চেয়ে অনেক বড়। [প্রস্থানদ্যোত]

কালী। আর আমরা সব ছোট না? বলি আমরা তো আর বেন্দার মত দু পাতা ইংরেজী পড়িনি আমরা যে মুখ্যু চাষা।

যমুনা। যা তা বলো না—নিকা পড়া না শিখলিও মানুষ হয়। তেবে সে মানুষ তুমরা না— [ঘরে চলে গেল]

কালী। না আমরা মানুষ হব কি করে? হাল চষি, ভুঁই নিড়ুই। চাষা আবার মানুষ? মানুষ হচ্ছে ঐ বেন্দা। ফ'র-ফ'রিয়ে কতা কয়। জজ' মেজিষ্টেরে তোয়াক্কা করে না —আর তুই সেই কতা নিয়ে এপাড়া সে পাড়া গেয়ে বেড়াস। নজ্জা করে না—[ভাত ফেলে উঠে এসে হাত ধোয়, যমুনা বেরিয়ে আসে]

যমুনা। কে গেয়ে বেড়ায় ?

কালী। তুই, আবার কিডা ? পাড়া ঘরে তো মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠেছে। কেচ্চা শুনতি শুনতি কান পচে গেল। বেন্দা যদি ফে'র এ বাড়ীতি ঢোকে—বলে দোব—নষ্টামি কত্তি চাও অন্য জায়গায় গিয়ে করগে। এখেনে না।

যমুনা। [চাপা চিৎকার] দা—দা—

কালী। আমার বিয়ের ভাঙ্গচি দেয়—তার এত বড় আস্পদ্দা—আমিও দেকচি সে কত বড় বাপের বিটা। [যমুনা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

[তারপর আস্তে আস্তে এঁটো কাটা কুড়িয়ে নিতে নিতে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। উঠোনে পাথর নামিয়ে হাত ধুল]

শশী। এই যে মা যমুনা—হাজারী এয়েচে নাকি শোনলাম।

যমুনা। হ্যাঁ ! [চালের বাতা থেকে একটা চটের আসন দাওয়ায় পেতে দেয়]

শশী। থাক মা—[বলতে বলতে বসল] তা হাজারী গেল কমনে ?

যমুনা। গিয়েচে তো কাচারি।

শশী। ওঃ তালি তো এক্ষুনি আসবে। আমি গিয়েলাম সেই গাজিপুরির হাটে। এই ফিরচি। তা সব ভাল ?

যমুনা। হ্যাঁ ভালো—তা ফিরতি এত রাত হলো যে ?

শশী। সে অনেক কথা মা ! হাটে গিয়ে যেন আর ফিরতি পারিনে। পা যেন আমার আর উঠচোলো না। মন বলচোলো না যে উঠি। কত বেলা যে বসে থাকলাম খিয়া ঘাটে তার আর হুঁস নেই। কত নোক এলো, কত নোক গেল—বেচা কিনা সেরে কত নোক ঘাট পার

হয়ে চলে গেল·· আমার মন বলতি নাগলো, আমারে কিডা পার কববে! আমাব এ দুঃখীর বৈতরণী—কেবে পার হবো। ভাবতি ভাবতি বেলা গেল। সন্ধে হল। ভাদু মাঝি এসে য্যাখন শুধুলো—কি গো শশী—বাড়ী যাবা না? ত্যাখন আমি যেন চ্যাতন প্যালাম। বল্লাম—বাড়ীর পথ যে আমার বন্ধ হয়ে গিয়েচে ভাদু। [হাউ হাউ কবে কেঁদে ফেলে] মুঙ্গলিরে যে আমি আজ এই হাটে বেচে দিয়ে গেলাম—তারে না নিয়ে আমি বাড়ী ফিরি কি করে। এই হাতে তাবে খাইযিছি—এই হাতে বড় করিচি—কত নোকেব গালমন্দ, অপযশ কুড়িইছি, সে যে আমার আপনাব জন ভাদু—সে যে আমার আপনার জন। [কাঁদতে লাগল] অভাবির জন্যি, পোড়া পেটের জন্যি যে আজ আমি মুঙ্গলিরি বেচে দিযে এলাম একি আমার প্রাণে সচ্চে মা?

যমুনা। আবার হবে কাকা, আবার হবে—।

শশী। তাই বল মা—তাই বল—রাত দিন যেন আমি তাই মনে মনে বলি—দুঃখু পাই ক্ষেতি নেই—কিন্তু—আমরা যেন দুঃখির চেযে বড় হতি পারি।

যমুনা। দুঃখির চেযে বড় হব, কিন্তু আমি তো পারিনে কাকা। নোকের নিন্দে—নোকের মন্দ—নোকেব দিযা দুঃখু যে আমি আর সহ্য কত্তি পাচ্ছিনে—

শশী। ক্যানে, কি হযেচে মা—

যমুনা। কি হযেচে!

শশী। বল—মা বল—

যমুনা। দাদা বলচোলো—

শশী। কি বলচোলো ?

যমুনা। দাদা বলচোলো—আপনি নাকি—

শশী। বল ! নজ্জা কিসির ?

যমুনা। না—না সে আমি বলতি পারবো না—সে আমি বলতি পারব না কাকা—সে আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। [ছুটে ঘরে চলে গেল]

শশী। [হতভম্বের মত চেয়ে থাকে] দেখ দিনি, এ আবার কি ফেরে পড়লাম—আবার কুখিকে কি আপদ এসে জুটলো। এক সমুদ্দুর পার হতি না হতি আর এক সমুদ্দুর—যমুনা—যমুনা—মা—মাগো—[ঘরের দরজার দিকে গমনোদ্যত। হাজারী ও কালী আপন মনে বকতে বকতে প্রবেশ করে।]

হাজারী। শালা শয়তান—নিবংশের বংশ—আমার সব্বোনাশের ফিকির [শশীকে দেখে] কিডা ?

শশী। আমি শশী।

হাজারী। তা আমার এখেনে ক্যানে ? বলি ? যার শীল যার নুড়া —তারই ভাঙ্গি দাঁতের গুড়া।

শশী। ক্যানে ? কি হলো ?

হাজারী। কি হল ? বলি এমন শত্তুর মানষির হয় ? ছিঃ···ছিঃ··· ছিঃ···ঘিন্নায় আমার হাড়পিত্তি জ্বলে যাচ্চে—আমার নিজির হাত পা নিজির কামড়াতি ইচ্চে করচে। [দাওয়ায় উঠে বসে]

শশী। কি হয়েচে বলবা তো ?

হাজারী। বলচি—মানুষ হয়ে যারা মানষির সব্বোনাশ করে তারা কি মানুষ ? না জাত সাপ ?

কালী। জাত সাপের চেয়েও বেশী। [কালী দাওয়ায় উঠে পাদুটো জড়ো কোরে বসে]

শশী। আমারে বলচো? কার সব্বোনাশ কল্লাম আমি?

হাজারী। কার সব্বোনাশ করচিস্ জানিস নে?

শশী। কি বলচো তুমি?

হাজারী। নিজির মনে বুঝ করে দেখ—ভাবচিস্ বুঝি উর ঘরে আগুন নেগেচে তাতে আমার কি? আমার চালতো ঠিক আচে। আমি বলে র‍্যাকচি শশী, ঐ আগুন সব্বোনেশে আগুন। পিরিতির নোক বলে ছাড়ান দেবে না। সারা গাঁ জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে।

শশী। আমিও তুমারে বলে দিচ্চি হাজারী—শশীর মনে যে আগুন আচে—সে তুমার ঐ খড়ের আগুন না—সে হচ্ছে স্যয্যিদেবের আগুন—তাতে ঘর জ্বলে না—তুমি যে আগুন নিয়ে খেলচ—সে হচ্চে সব্বোনেশে আগুন। তাতে ঘর জ্বলে—মানুষ মরে—তুমি সতক্ক হও আগে।

হাজারী। তুই আমারি সতক্ক করে দিতি এইচিস? চালুনী বলে ছুঁই তোর গায়ে ক্যান ছ্যাঁদা? তোরে আমি সাবধান করে দিচ্চি শশী—ফের যদি তুই ওই রতন বিশ্বেসের পোঁ ধরতি যাবি, তালি আমি আগুন জ্বালিয়ে ছেড়ে দোবো—মরণবাঁচন জ্ঞান করব না—

শশী। বলি রতন বিশ্বেস আমার কুন চোদ্দ পুরুষির কেটো যে তার পোঁ ধত্তি যাব—? একবেলা না-খেয়ে শুকিয়ে থাকলিও যে তার ছায়া মাড়াতি যাইনে। পোঁ ধরতি যাওতো তুমি। তুমিইতো যাও রাত ক'রে তার পায়ে তেল মাখাতি—?

হাজারী। কি বললি, আমি যাই তার পায়ে তেল মাখাতি।

শশী। তেবে অত ঘুর ঘুর কর কি জন্যি? তার খামারে ধান না তুললি জমি কেড়ে নেবে—সেই ভযে যাও না তুমি?

হাজারী। আমার জমি কেড়ে নেবে—সেই ভযে গিয়েলাম! জানিস সে আমার বাড়ীতি এসে নিজি ডেকে নিযে গিযেছে—

শশী। তুমার বাড়ীতিই আসে—কই আমাদের বাড়ীতিতো আসে না? সেই বলে না—গোমস্তায় বলল চাচী—আর কি আমি মানুষ আচি?

হাজারী। মুখ সামলে কতা কবি শশী। রতন বিশ্বেসের সঙ্গে যাট করে তুই বলে বেড়াসনি ঐ বিলির মাঠের জমি তুই একা করিচিস্?

শশী। কিডা বলেছে?

হাজারী। বলবে আবার কিডা? গৈ গাঁয কুন কথাটা চাপা থাকে শুনি?

শশী। আমি রতন বিশ্বেসের সঙ্গে সাট করিচি? বলতি তুমাব মুখি বাধলো না?

হাজারী। বলি শযতানি চেপে রাখবি কদ্দিন? ধান কেটে নিযে ওদের খামারে তুলবি—সে খবর আমি পাইনি?

শশী। কিডা বলছে—বলছনা ক্যানে?

হাজারী। সবাই বলেচে—কার নাম করব? ঐ রতন বিশ্বেসই বলেচে—

শশী। রতন বিশ্বেস বলেচে—

হাজারী। হ্যাঁ হ্যাঁ রতন বিশ্বেস। সে কিনা আমারে শাসায় ঐ বিলির মাঠের জমি নাকি আমি চষিনি? বলে কিনা—

ওতো শশীর জমি শশী চষেছে—ক্যানে বলেরে হারামজাদা? কি জন্যি বলে? গুড় না থাকলি এমনি হাত চাটে? বেরো—বেরো শালা আমার বাড়ী থিকে; বেরো পাজি, নচ্ছার, বেজন্মা কোথাকার—

শশী। হাজারী—[যমুনা ঘরের ভিতর থেকে ছুটে এসে খুটি ধরে দাঁড়াল]

হাজারী। বেরো শালা বেরো!

শশী। হ্যাঁ—যাবো—যাবো—[প্রস্থানোদ্যত] শকুনির পাশার দান পড়েচে—যেতেই হবে।

যমুনা। কাকা! [শশী একটু থেমে পেছনে চেয়ে চলে গেল। হাজারীব কাছে ছুটে এসে তাকে ঝাঁকানি দিযে] তুমি, তুমি, তুমাদের জন্যি কুনুদিন, কুনুদিন [কাঁদতে থাকে] মানুষ শান্তি পাবেনা—

হাজারী। তুই থাম—

যমুনা। না—না—আমি থামবনা। য্যাদ্দিন তুমরা মানষিরি মানুষ বলে জ্ঞান করবানা, মানষিরি আপন বলে জানবানা—

হাজারী। [ঠাস করে যমুনার গালে একটা চড় মারে] তুই থামবি?

যমুনা। বাবা! [যমুনা বিস্ফারিত চোখে হাজাবীর মুখের দিকে এক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে গিযে দবজাটা বন্ধ করে দিল]

কালী। এ তুমি ভাল কল্লেনা—বাবা—ভাল কল্লেনা [প্রস্থান]

[হাজারী দাওযায উঠল। মাদুর বিছালো। কাঁথা পাতল। শুতে গিযে শুল না। কিছুক্ষণ বসে বসে কি যেন ভাবল। তারপর হুঁকোটা ধরালো। দু'একবার টেনে আপনা হতেই থেমে গেল। ক্রমশঃ অন্য মনস্ক

হয়ে উঠতে লাগলো। হুঁকো রেখে উঠে পড়ল। ঘরের বন্ধ দরজার গায়ে ধাক্কা দিতে গিয়ে দিল না। আস্তে আস্তে দরজার উপর কান পাতল। হটাৎ ফিরে বিছানায় বসে বসে দুহাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে বেড় দিয়ে ধরে মুখ নিচু করে ভাবতে থাকে, আপনমনে বলে ওঠে]

হাজারী। উহুঁ···নাঃ···নাঃ···এ সত্যি না···সত্যি না [হঠাৎ থেমে গিয়ে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে স্থির হয়ে থাকে] কিন্তু··· কিন্তু···[থামে। আবার ভাবে] কিন্তু রতন যে বল্লে··· [থামল] .উহুঁ···না—শশী···শশী তো··· [থেমে গেল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে দরজার ওপর জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল।] দোর খোল—দোর খোল যমুনা—দোর খোল···আমার···সব দোর যে আজ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে—দোর খোল—[কান্না জড়ান গলায়] ওরে আমার যে আজ সব বন্ধ হয়ে গেল···

[দরজার উপর মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠল]

[**পর্দ্দা**]

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

[পূর্ব্বের দৃশ্য। ভোর হচ্ছে। হাজারী দাওয়ায় শুয়ে।]

[নেপথ্যে]—হট্-হট্…হট্। এই ছ্যাখ—ছ্যাখ —আরে ডাইনে যা হট্… হট্—ফের বাঁয়ে যায়। আ'মল যা সুমুন্দির গরু শুধু বাঁয়ে যায়। তুই বায়ে কি দেখিছিস? হট্…হট্ …এই…

[নেপথ্যে]—ও মাজ ভাই—। যাবা নাকি?

[নেপথ্যে]—ছ্যাড়াঁও গো—ও—[মোরগের ডাক শোনা যায়]

[যমুনা ঘর থেকে বেরিয়ে জল ছড়া দিল। উঠোন ঝাঁট দিল। কলসী নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রবেশ করল কালী]

কালী। ওমা! বাবা এখনও উঠিনি? ও বাবা—বাবা—[ঘরে চলে যায়। যমুনা বেরিয়ে যায়। কালী কোদাল নিয়ে আসে।] ও বাবা ওঠ বেলা হয়ে গেল যে—

হাজারী। [উঠে বসে] ও বাবা! কত বেলা হল রে—

কালী। হারান রে বলবা একবার গোঁসাই চারার মাঠে যেতি। গাছ ঝুড়িছি কাল সাতটা। ভাড় কডা যেন নামিয়ে নিয়ে আসে। নইলি কুন শালার বিটা রসটুকু মেরে দিয়ে বসে থাকবেনি। আমি চল্লাম রিলিফির মাটি কাটতি। [প্রস্থানোদ্যত]

হাজারী। তা কিছু খেয়ে গেলিনে—

কালী। এখুন সুমায় নেই। যেতি হবেনি সেই আরশীগঞ্জের খালের ধারে। সকাল সকাল না হা'জরে দিতি পাল্লি —ঠিকেদার শালা আবার হাকিয়ে দেবেনি।

হাজারী। পিত্যি পড়ে অসুখ করবে যে। আসবিনি তো সেই

দোপরে। এত বেলা অবধি বাসি পেটে থাকবি। দুটো কোচড়ে বেঁধে নে যা---মুড়ি চিড়ে যা হয়।

কালী। তা তুমি অমন করে কথা কচ্চ? শরীল বেজুত নাকি?

হাজারী। কি জানি কাল চোপর রাত ঘুম এল না চোকি।

কালী। তুমার চোক নাল, মুক ফুলা দেখচি। [গায়ে হাত দেয়] ওমা —গা পুড়ে যাচ্ছে যে—তুমার যে জ্বর। বলিনি আর জলে নেমে পাট কাচতি হবে না। তেবু তুমি চোপর দিন পচা জলে পড়ে থাকবা। ওরে যমুনা---যমুনা—

যমুনা। [নেপথ্যে] যাই।

কালী। তাড়াতাড়ি আয় দিনি। গামছায় দুটো মুড়ি ঢেলে দিয়ে যা। [যমুনার প্রবেশ]

যমুনা। মুড়ি নেই।

কালী। থাকগে। [হাজারীকে] তুমি আবার উঠোনা যেন। আমি চল্লাম। ওরে—বাবারে দেখিস। বাবার আবার জ্বর হয়েছে। [প্রস্থানোদ্যত। যমুনা বালতিতে গোবর জল দিয়ে উঠোন নিকোয়]

হাজারী। শোন্। কি করি বল্ দিনি। ঘরে ত গেল কাল থিকে নক্ষী বাড়ন্ত।

কালী। কালতো নিতায়ের বৌর কাচ থিকে দেড় পালি চাল ধার করে নিয়ে এ'য়েলাম।

হাজারী। এমনি করে আর কদ্দিন চলবে। পরের দোরে হাত পেতে পেতে মানও যায় পেটও ভরে না।

কালী। এ বেলা মাটি কাটলি সের আড়াই গম পাব। তাওতো এবেলা পাব না। দেবে সেই সন্দে বেলা।

হাজারী। কিন্তু এবেলা? একটু তামাক সাজদিনি যমুনা।

[যমুনা উঠে গেল]

কালী। তা আমারে কি কত্তি বল। রস ফস জ্বাল দিয়ে বিক্কির সিক্কির করে যা ট্যাকা হয়েলো তাতো তুমার হাতেই তুলে দিইচি—

হাজারী। সে কি আর আমি নিজির পেটে পুরিচি?

কালী। আমি কি তাই কচ্ছি। [যমুনা হুঁকো দিল]

হাজারী। থাকতো যদি নিজির জমি—তালি আর এমনি করে ভাতের অভাব হত না। তা যেমন কপাল। জন্মে নাগাদ দেখচি, পরের ভুঁইতি খাটচি—পরের ভুইতি নাঙ্গল দিচ্চি। রোদ মানিনে, জল মানিনে, এক বুক কাদা জলে দাড়িয়ে ধান বুনি, সেই ধান নিজির হাতে পরের গোলায় তুলে দিতি কি মন চায়? [যমুনা ঘর নিকোতে থাকে]

কালী। তা এখুন কি করা তাই বল। আমি ত' আর দাড়াতি পারিনে।

হাজারী। তালি নায় এক কাজ কর। এবেলা কারুর কাছে—

কালী। কি যে বল তার ঠিক নেই। দেখছ কারুর ঘরে ধান চাল বলতি এক রত্তি নেই—

হাজারী। তা এবেলার উপায়?

কালী। উপায় কি বলব বল!

হাজারী। ধার কজ্জ যে করব—তার নোকই বা কই? ঐ রতন আর ছিপতি! ওতো পাহাড়ি চিতি। এক নিঃশেষে দুরির মানুষ গিলে ফেলে। এই সিদিন। ঘরে না আছে এক মুঠো ধান—না আছে একটা পয়সা—গিয়ে পলাম ঐ রতনের কাছে, ত্রিশটে ট্যাকার জন্যি। বললাম—ধান

উ'ঠলি দোব। তা ট্যাকা ত' দিতিই হবে—তার ওপর ট্যাকা পিছু একসের করে ধান।

কালী। তুমি বলচ কি বাবা!

হাজারী। তা কি করব?

কালী। নিতি গেলে কি জন্যি?

হাজারী। না নিয়ে উপায়ডা কি?

কালী। না হয় খ্যাতাম না—

হাজারী। ম্‌কি ওরকম সবাই বলে। বলি চলছে কি করে এদ্দিন শুনি। এতগুন্নু মানুষ। রাবনের গুষ্টি। সব তো পেট হাতে করে বসে আছে। ভাদ্দর মাসে য্যাখন ধান বোনার জো হোল—ত্যাখুন বেচন প্যালাম কুখিকে? বেচন ত তার আগেই ভেঙ্গে খেয়ে বসে আছি। দিন দু'খোন করে যে লাঙ্গল কিনিছি—তার দাম এইয়েছে কুখিকে? তার ওপর আশ্বিন, কাত্তিক, অঘ্রান এই তিম মাস, ঘর, সংসার, গরু বাছুর নিয়ে চলেছে কি করে, শুনি—

কালী। তার আমি কি জানি? আমায় শুধিয়েলে ত্যাখুন?

হাজারী। শুধোবো টা কি? কি কত্তে তুমি?

কালী। যা পারি কত্তাম।

হাজারী। ওঃ! কে কতো কত্ত, সে আমার দেখা আছে। য্যাত বেলা নিজি না করব ত্যাত বেলা কুন্নুটা হবার জো নেই। ইদিকি ভাদ্দরের সংক্রান্তি—চাষের জো চলে যাচ্ছে—হাতে ট্যাকা নেই—মাঠে নামতি পাচ্ছি নে। গা আমার ছটপট করচে। চরকির মত পাক খাচ্ছি—কুথায় ট্যাকা, কুথায় নাঙ্গল, কুথায় বেচন। ত্যাখুন যদি ভিটে বন্ধক দিয়ে রতনের কাছ থেকে ট্যাকা না নেতাম, বাঁচতি পাত্তাম।

কালী। [রুদ্ধ কণ্ঠে] তুমি -তুমি ভিটে বাঁধা দিয়েছ?

হাজারী। দিইচি! না দিয়ে করবটা কি?

কালী। কি করবা মানে? তুমি কি যা খুশী তাই করবা মনে ভেবেছ? ভিটে বাড়ী তুমার?

হাজারী। ভিটে তোর?

কালী। তুমা'রও একার না।

হাজারী। আমার ভিটে। আমি উড়িয়ে দিই, পুড়িয়ে দিই আমি বুঝবো। তাতে তোর কিরে হারামজাদা?

কালী। তুমার ভীমরুতি ধরেছে? বুড়ো ভাম—তুমি আমাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার মতলব করেচ? ইবারের ম্যাস্তা বেচা ট্যাকা কুথায় গেল। গুড় বেচার অতগুলু ট্যাকা? কুথায় গেল? জবাব গ্যাও। মিথ্যে কতা বলে ভুলিয়েলে আমারে। কালী—তোর বিয়ের সম্মন্দ করে এ্যালাম—কাঠু মণ্ডলের মেয়ের সঙ্গে। ম্যাস্তা বেচার ট্যাকা কড়া—বিয়ের পণের জন্যি গস্ত কল্লাম। পরে বোললে, বিয়ে বল্লিই বিয়ে—ট্যাকা কৃতায়? কুতায় গেল সেই ট্যাকা? বল হিসেব গ্যাও?

যমুনা। দাদা—কি বলচ পাগলের মত?

কালী। এখুন তো পাগলই হব

হাজারী। হিসেব নিবি? হিসেব? ট্যাকার হিসেব? কত ট্যাকা রেখিলি আমার কাছে?

কালী। হিসেব করে গ্যাখ—কাত্তিক মাস থিকে কত হয়

হাজারী। আর তোদের যে সেই এ্যাতটুকু বেলা থিকে এই এত বড়ডা কল্লাম—তার কুন্ হিসেব নেই? ট্যাকা টাকা কচ্চিস—কার দৌলতে ট্যাকার মুক দেখিলি? রাত

নেই, দিন নেই বুকির রক্ত নিঙড়ে নিঙড়ে এতকাল মানুষ করে এলাম—তার কুন্ত হিসেব নেই? আর এ্যাদ্দিন পরে তুই এইচিস কিনা আমার কাচে হিসেব চেতি? তোর হিসেব আজ আমি মিটাবো, জন্মের শোধ মিটাবো। [চ্যালা কাঠ দিয়ে মারতে মারতে] নে নে—হিসেব নে। জন্মের শোধ বুঝে নে—

যমুনা। বাবা! [ছুটে গিয়ে বাবাকে থামাতে চেষ্টা করে]

কালী। তুমি আমার গায়ে হাত তুললে?

হাজারী। তুই বেরো—বেরো আগে আমার চৌকির সামনে থিকে। অপয়া—অমাত্রা—অপিণ্ডে কুথাকার।

কালী। হ্যাঁ যাব—যাব—জন্মের মত যাব। আর যেন তুমাদের মুক দেক্‌তি না হয় কখনও। [প্রস্থান]

যমুনা। দাদা·····দাদা·····

হাজারী। তুই যা! তোর মত একটা ছেলে গেলি আমি মরে যাব না। মনে করব আমার আর একটা ছেলে মরে গিয়েচে।

যমুনা। বাবা—কি বলচ তুমি?

হাজারী। হ্যাঁ···হ্যাঁ···যারা বাপ মার দুঃখু বোঝে না, বাপ মার মুকির দিকি চায় না—তারা কিসির সন্তান! কিসির কি? কেউ না। সব ভস্মে ঘি ঢালা। আর এতকাল শুধু তাই করে এ্যালাম। জীবনে সুখ কারে বলে জানলাম না। সুয়াস্তি কি চেনলাম না। সারাডা জেবন যে মাটির সাথে মিশিয়ে দেলাম—সে মাটিও আমার হল না—মিথ্যে···মিথ্যে···সব মিথ্যে। নোকে বলে চাষা। চাষা হলাম যদি—তেবে নিজির জমি নেই ক্যানে?

রাখাল কিষাণ নেই ক্যানে? হাল বলদ জোটে না ক্যানে? চাষাই হব যদি, তালি সারা বছর পরের ভুঁইতি খেটে খেটে মরি ক্যানে? ক্যানে—ক্যানে? [জল নিয়ে হাত মুখ ধুয়ে] দেতো…দেতো…বড় দা'খানা বের করে—কুদাল কই—ছোট কুদাল—নিজের পেটের ভাত নিজিই জুগাড় করব। দেখছিস কি হা করে। রান্নাঘরের ছেনচেয় আছে কিনা দেখতি পাচ্চিস নে!

যমুনা। যাবা কুতায়?

হাজারী। যমের বাড়ী। নেমন্তন্ন খেতি। আমার জন্যি পোলাও মাংস রেঁধে থালা সাজিয়ে বসে রয়েছে।

যমুনা। কুথাও যাওয়া হবে না তুমার। তুমার না জ্বর?

হাজারী। [চেঁচিয়ে] জ্বর তা তোর কি? তোরে যা বলচি তাই কর না।

যমুনা। এই জ্বর গায় মুনিষ খাটতি যাবা?

হাজারী। যাবো না তো গুষ্টির পিণ্ডি আনবো কুথিকে?

[দ্রুত সুবলের প্রবেশ]

সুবল। হাজাদ্দা…হাজাদ্দা…এই যে হাজাদ্দা—

হাজারী। [চীৎকার করে] খবরদার—খবরদার ঐ ছেলের কথা আমার কাছে তুলবানা বলচি সুবল—ভাল হবে না। আমি মনে করব ও ছেলে আমার মরে গিয়েচে। হারামজাদা বুঝি তুমারে সালিশী কত্তি পাঠিয়েচে।

সুবল। কি বলচ তুমি? তুমার ভিটে মাটি যে এ দিকি চুপি চুপি এক তরফা ডিক্রি করে নেলে রতন বিশ্বেস—সে খবর জান?

হাজারী। এঁ্যা!

যমুনা। এঁ্যা—ডিক্রি হয়ে গিয়েচে। আমাদের বাড়ী? ডিক্রি হয়ে গিয়েছে।

সুবল। তলে তলে সেরে নিয়েছে—হারামজাদা। কেউ জানে না। আমারে বল্লে হরি খুড়ো। পরে টের প্যালাম বুধো পেয়াদারে ঘুষ দিয়ে লুটিশ চেপে দিয়েচে। যাতে কেউ জানতি না পায়—

যমুনা। তালি—তালি—এখুন উপায় কাকা—

সুবল। উপায় আর কি মা? হয় বাড়ী ছাড়তি হবে নায় মামলা জুড়তি হবে—

হাজারী। [আহত অথচ আত্মগত ভাবে] কিন্তু—এমন তো কতা ছিল না। বলেলাম পূজোর মদ্দি দিয়ে দোব। না পারি, যে করেই হোক বেচে কিনে—ভিটে মাটি ছাড়ান করব। তা আমারে সুমায় দেলে না পর্য্যন্ত। এত করে বলে এলাম তাও……। ঐ ভিটে—ঐ ঘর—ঐ গুয়াল—ঐ উঠোন—এসব ছেড়ে চলে যেতি হবে—কোথায় যাব—পিত্তি পুরুষির ভিটে ছেড়ে কুথায় যাব? জম্মে অবধি এ বাড়ীতি রইচি। কত নোক এয়েছে—গিয়েচে। কত পাল পাব্বনে মানষির পায়ের ধূলো পড়েচে। সুকি হোক দুঃখি হোক—এই ভিটেয় মাথা গুঁজড়ে থেকিচি। এযে আমার দেবতার থান সুবল—এযে আমার স্বগ্‌গ। যমুনা—আমার মনে হচ্চে, আমার [যমুনার মুখে হাত বুলোতে থাকে] যমুনা…যমুনা… জানিস কাল রাত্তিরি আমারে ডেকে রতন বিশ্বেস কি বলল? আমি কাউরি বলিনি—কাউরি বলিনি সে কতা। হরি খুড়োরে দিয়ে আমারে বলায় কি—তুমার ভাবনা

কি হাজারী, বিশ বিঘে জমি পাবা, বন্দকী ভিটে পাবা, যমুনারে রতনের হাতে দাও। হলোই বা দোজবরে। আমি রাজি হইনি—রাজী হইনি। আমি কি বলে এইচি জানিস? আমার সব্বস্বো গেলিও রতন বিশ্বেসের সাথে মেয়ের বিয়ে আমি দোব না। মেয়ে আমার ফেলনা না। আমি কি তাই পারি সুবল—আমি কি তাই পারি?

সুবল। বুঝিচি—সেই রাগেই ভিটে ক্রোক করেচে।

হাজারী। [চীৎকার করে] আর আমিও বলে রাখচি সুবল—সাপের গায়ে হাত তুলেচে—তারে আমি সহজে ছাড়ব না। ইর শোধ আমি তোলব—তেবে—আমি জাত চাষা। এই আমি চল্লাম— [দ্রুত প্রস্থানোদ্যত]

যমুনা। [হাজারীর হাত টেনে ধরে] না—না—না—আমি তুমারে যেতি দোবনা—যেতি দোবনা—

হাজারী। তুই ছাড়—চোখির সামনি পিত্তি পুরুষির ভিটে কেড়ে নিয়ে যাবে—আর তাদের রক্ত গায়ে থাকতি আমি বসে বসে দেকব। না—না—তা'হবে না। আমি তা হতি দোব না—আমি তা হতি দোবনা। [প্রস্থান]

যমুনা। বাবা—

পর্দ্দা]

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

[পূর্ব্বের দৃশ্য। বেলা দুপুর। বৃন্দাবন দ্রুত ঢুকল। মাল কোঁচা মেরে কাপড় পরা।]

বৃন্দাবন। [নেপথ্যে থেকে ডাকতে ডাকতে] কালী, কালী ও কালী—[সটান দাওয়ায় বসে] বাবা ! [ক্লান্ত নিঃশ্বাস ছাড়ে] কিরে বাবা ! সব গেল কোথায় ? ও কালী কালী—ওরে নসে—[জামার পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বের করতে করতে] আশ্চর্য্য তো··· কেউ নেই নাকি ? [বিড়িতে টান দিয়ে] যমুনা—যমুনা—[যমুনা একটু আগে ঢুকে সাড়া না দিয়ে চুপ করে দেখতে থাকে। দু' হাতে কাঁপড়ের খুঁটে কি যেন ধরে রয়েছে। হঠাৎ যমুনাকে দখে] এই যে, বাব্বা ! এতক্ষণে দেখা মিলল। ব্যাপার কি ? বাড়ী ঘর ছেড়ে সব বিবাগী হয়ে যাবার মতলব নাকি ? ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না। [বৃন্দাবনের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায়]

যমুনা। কখন এলে ?

বৃন্দাবন। তবু যা হোক জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু মুখ দেখে মনে হচ্ছে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—এখুনি ঝড় উঠবে। কি কথা নেই কেন ? মুখে হাসি নেই—ব্যাপার কি ?

যমুনা। [মুখ তুলে হাসল] কি বলবো বল—

বৃন্দাবন। সে তুমিই জান—

যমুনা। তুমিই বলনা···।

বৃন্দাবন। বাঃ, বাঃ, আমিই বলব ? আচ্ছা বেশ—বলব। [বিড়িতে টান দিয়ে] ধর—তুমি জিজ্ঞাসা করছ, প্রজাপুত্তর—রাজ্যের

সব কুশল? আমি বলব [বিড়িতে টান দিয়ে যাত্রার ঢংয়ে]

দেবী নিবেদি চরণে।
অভয় দেহ যদি অধম দাসেরে—
কহি সবিস্তারে।
পাপ—পাপ এ রাজ্যে রাজার পাপ
ছেয়েছে আকাশ।
বনে উপবনে লোকালয়ে—
গৃহস্থের প্রতি ঘরে ঘরে—
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ, তারা উল্কাচয়ে
দেবী—স্বর্গ, মর্ত্ত ভূতল—
এই বিশ্ব চরাচর—
হেনেছে কঠিন পাপ
ঘন অন্ধকারে।
মরিতেছে নর।
ক্ষুধায় কাতর নারী,
বালক যুবক, বৃদ্ধ
বুভুক্ষু জ্বালায় জ্বলে।
অন্ন চাই প্রাণ চাই
ব্যাকুল সে ক্রন্দন,
মর্ত্তের মৃত্তিকা ভেদি
উঠিছে আকাশ পানে।
প্রজানুরাগিনী—
দেহ মোরে যদি এক গ্লাস জল—কহি-পুনঃ
বড়ই কাতর এবে কঠিন পিপাসায়—

যমুনা। হাঃ...হাঃ...হাঃ...। [দুজনেই হেসে ওঠে]

বৃন্দাবন। যাক, হাসি ফুটেছে তাহলে। মেঘ কাটল। [বিড়ি টানে]

যমুনা। নতুন পুকুরি যাত্রা শুনোচো বুঝি কাল।

বৃন্দাবন। শুনিচি মানে ? ওঃ সে কি যাত্রা ! আরে আগে একগ্লাস জল দাও ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে। সেই নূতন পুকুর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছি। সাইকেলের চেনটা গিয়েছে কেটে।

যমুনা। নিয়ে খাও—কলসী ছোব না—

বৃন্দাবন। কি জ্বালা—[ঘর থেকে ফেরো বের করে নিয়ে জল খেল] বুঝলে—আমাদের বাগ্দী পাড়ার সতে আর রতিকান্ত মিলে যে যাত্রার দল খুলেছে—বায়না নিয়েছিল নতুন পুকুরে—। মার খায় আর কি ! আমি না থাকলে তো বোধহয় ওদের পিটিয়ে মেরে ফেলত। টাকা নিয়েচে অথচ পারে না কিছুই। পার্ট কারুর মুখস্থ নেই। এ ওর কথা বলে এ ওর মুখের দিকে চায়—একজন তো আসরের মধ্যে লাফিয়ে উঠে—রাজকুমারী অর্পণার চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে এল। তার মাথার চুল গেল খুলে। আর সে কি মারামারি। রাজকুমারী তার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠল। ঠেকানো যায় ! তারপর কোনো রকমে তো সামলাই—[দু'জনেই হাসে]

যমুনা। পরের যাত্রা সামলে বেড়াচ্ছ নিজির যাত্রা সামলিও আগে। কুনদিন না পুলিশি ধরে নিয়ে যায়—

বৃন্দাবন। ধরলিই আর করচি কি বল—মানুষের অবস্থা যা দাড়াচ্ছে দিন দিন—তাতে তো আর চুপ করে বসে থাকা যায় না—।

যমুনা। নিজির দিকটাও একটু দেখতি হবে তো !···

বৃন্দাবন। নিজের কথা যে ভাব ব—ভাবি কি করে ? জান—যখন, আমাদের এই দেশের কথা ভাবি, আমার এই আশপাশের মানুষগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি···তখন মনে হয় এই যে এত বড় দেশ, এর এত ঐশ্বর্য্য, এত উন্নতি সে সবই তো এই মানুষেরই জন্যে···এর যত কাজ সেও তো সেই মানুষই করছে। অথচ চোখের সামনে প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি··· এই মানুষগুলোই ঘা খাচ্ছে, লাথি খাচ্ছে, মার খাচ্ছে··· কুকুর শেয়ালের মত দিনরাত অপমানিত হচ্ছে। অথচ দেখ···ঐ শ্রীপতির দল, বেশ আছে···দিব্যি আছে···কোন ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, আর আমরা, কারুর বা কাজ নেই ···কেউ বা উদয়াস্ত খেটে খেটে, গায়ের রক্ত জল করেও এক বেলাকার পেটের ভাত জোগাড় করতে পারিনে। কিন্তু এমন তো হবার কথা নয়। ওরা কয়েকজন পায়ের ওপর পা দিয়ে দিব্যি আরামে দিন কাটিয়ে যাবে আর আমরা এতগুলো মানুষ দিনের পর দিন পড়ে পড়ে মার খাব ? কিন্তু কেন ? কিন্তু তবু তাই হচ্ছে—। এই সব কথা যখন ভাবি তখন আর নিজের ভাল মন্দর কথা আর মনে আসে না।

যমুনা। আমি কি তাই বলেছি ?

বৃন্দাবন। তাই তো বল্লে।

যমুনা। তাই বল্লাম ! তুমার সব কথা পেঁচিয়ে ধরা স্বভাব--

বৃন্দাবন। ওঃ আমি প্যাঁচোয়া—আর তুমি বুঝি খুব সরল--

যমুনা। তা-তুমার—মত না—

বৃন্দাবন। কচু—তুমি একটি আস্ত বোকা।

যমুনা। বেশ মশাই বেশ—তুমাদের মত বিদ্বেন হয়ে আমার কাজ

নেই। আমি চেরকাল যেমন মুখ্যু আছি তেমনই মুখ্যু থাকি।

বৃন্দাবন। ওঃ···সত্যি মুখ্যু হয়ে থাকা যে কি ভালো! কোন ভাবনা নেই—চিন্তা নেই, শুধু নিজেরটা নিজে চিন্তা করলাম ব্যস্ হয়ে গেল—হাঃ···হাঃ···হাঃ···।

যমুনা। দেখ রাগিয়ো না বলছি—। আমার কথা বলাই অপরাধ হয়েচে—তুমাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাক।

বৃন্দাবন। হাঃ···হাঃ···হাঃ···যায় যাবে। তাতে ভয়টা কিসের? এই তো কাল বিকেলে নতুন পুকুরে মিটিং করলাম। পুলিশের লোক ছিল না? সাফ বলে দিইছি। রতন বিশ্বেস যেন চরণ মণ্ডলের ধানে হাত দেয় একবার!—কোন পুলিশ এসে ঠেকায় দেখব···! আমরা কালই নতুন পুকুরের সমস্ত মাঠের ধান কেটে পঞ্চায়েৎ খামারে তুলছি—

যমুনা। ঐ রতন বিশ্বেসই তুমারে ধরিয়ে দেবে দেখে নিও—

বৃন্দাবন। ধরাক না—তোমার মত ভীতু কিনা—

যমুনা। ওঃ···কত বড় সাহসী তুমি···বলব···বলব সেই কতা···

বৃন্দাবন। কোন কথা?

যমুনা। সে—ই [কি যেন দাওয়া থেকে কুড়িয়ে নেয়]

বৃন্দাবন। সেই—কি—

যমুনা। সেই-ই [বলেই কি একটা বৃন্দাবনের গায়ের ওপর ছুঁড়ে দিল।]

বৃন্দাবন। [চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠে। তাড়া দিয়ে] এই যাঃ, কি হচ্ছে কি?

যমুনা। হাঃ···হাঃ···হাঃ···বড্ড তেজী যে—

বৃন্দাবন। তাই বলে কেন্ন গায় ছুঁড়বে ?

যমুনা। ভয় লাগে না যে—

বৃন্দাবন। দাড়াও, তোমায় জব্দ করছি। একটা ষণ্ডামার্কা পাত্তর দেখে রেখেছি। তার সংগেই তোমার বিয়ে দোব— দিয়ো তখন তার গায় কেন্ন ছেড়ে—তুলে আছাড় দেবে—

যমুনা। বিয়ে আমার ঠিক হয়ে গিয়েছে—।

বৃন্দাবন। ইস হলিই হল কিনা। কে করছে বিয়ে তোমাকে ?

যমুনা। বলব কেন ? তবে, সে দু' দুটো পাশ করেছে···তার খুব নাম ডাক।

বৃন্দা। দেখতে কেমন ?

যমুনা। দেখতে ? দেখতে—হিঃ হিঃ হিঃ···ঠিক, ঠিক তুমার মতন হিঃ হিঃ হিঃ।···

বৃন্দা। মোটেই না···তোমার বর হবে ষণ্ডামার্কা—গোয়ার গোবিন্দ···এই সা চেহারা [হাত দিয়ে দেখাল]

যমুনা। ছাই জান—

বৃন্দা। ছাই জানি। দেখি তোমার হাত···

যমুনা। ওঃ···কি আমার গণক ঠাকুর এলেন গো !

বৃন্দা। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি। আচ্ছা হাত দেখাও···

যমুনা। না—

বৃন্দা। দেখাবে না ?

যমুনা। না—

বৃন্দা। দেখাবে না ?

যমুনা। না—

বৃন্দা। এই দেখ—[সহসা যমুনার বাঁহাত ধরে টান দিতেই কোচড় থেকে সব পড়ে গেল]

যমুনা। হল'ত!

বৃন্দাবন। ওসব কি···গুগলি···শামুক···কি হবে—?

যমুনা। [কুড়িয়ে নিতে নিতে] কি আবার হবে—খাব—

বৃন্দাবন। গুগলি—শামুক খাবে। মানে? [যমুনা উঠে দাড়ায়]

যমুনা। কেন, কত নোকেই তো খাচ্ছে—

বৃন্দাবন। [গম্ভীর হয়ে] এই, শোন—

যমুনা। কি?

বৃন্দাবন। —ঠিক ক'রে বলত ব্যাপারটা কি—

যমুনা। [হেসে] ব্যাপার আবার কি—[কৃত্রিম স্বরে] ওঃ··· সত্যি ঝালমশলা দিয়ে রাঁধলি কি যে স্বাদ হয় না! ইস্! বাবা তো ভাতই খেতে চায় না—শুধু এই খায়। আমিও···।

বৃন্দাবন। [ধমক দিয়ে] থাম! চাল নেই বুঝি ঘরে?

যমুনা। নেই আবার কি?

বৃন্দাবন। [ধমকে ওঠে] ফের! তা বলতে কি হয়েছিল এতক্ষণ! যত সব··· [দ্রুত প্রস্থান]

[ডাকতে ডাকতে দ্রুত কালীর প্রবেশ]

কালী। যমুনা—যমুনা···এই বাবা কইরে···বাবা কই?

যমুনা। তুমি—তুমি এয়েচো দাদা!

কালী। না—আসব না! না এলি সুবিধে হবে কি করে? বাবা কুথায় তাই বলনা—আগে—

যমুনা। ক্যানে—কি হয়েচে?

কালী। কি হয়েছে? রতন বিশ্বেস ট্যাকার নোভ দেকিয়েছে বাবারে। তোরে বিয়ে দেবে তার সংগে। সুবল কাকা বল্লে [যমুনা এক দৃষ্টে চেয়ে রইল] দেখছিস কি হাঁ

করে—ট্যাকার এমনি গুণ—বুঝলি, পৃথিবীটা উলটে দেয়। ঐ যে কথায় বলে না—পৃথিবী তুমি কার বশ, না ট্যাকার বশ! হবেনা? বিশ বিঘে জমি দেবে—হালের গরু কিনে দেবে—ভিটে বাড়ী ফিরিয়ে দেবে—হলই বা দোজবেরে বুড়ো! আকাশির চাঁদ হাতে পেয়েচে যে—

যমুনা। বিয়ে… !

কালী। তেবে আর শুনছিস কি? গোপনে গোপনে সব ঠিক ঠাক হয়ে গিয়েছে।

যমুনা। [আপন মনে] বিয়ে!

কালী। হলিই হল কিনা! বিয়ে বল্লিই বিয়ে—তুই ভাবিস নে—। আসুক বাবা বাড়ী…তার মুণ্ডু আমি ঘুরাচ্চি…।

যমুনা। না—দাদা—যা করেচে সে আমাদের ভালর জন্যিই করেচে।

কালী। হ্যাঁ—ভিটে মাটি উচ্ছন্নোয় দেচ্চে…নিজির মেয়েরে বিক্কিরি কচ্চে, সুংসারডা জলে ভাসিয়ে দেচ্চে—ভাল কচ্চে না আবার…বড্ডা ভাল কচ্চে…

যমুনা। তেবু…তুমরা তো বাঁচবা। এই—শামুক আর গুগলি খেয়ে কদ্দিন বাঁচবা বলতি পারো? ইর চেয়ে—জমি হবে—গরু হবে—ভিটে বাড়ী ফিরে পাবে—

কালী। আর তুই! তোর কি হবে—?

যমুনা। আমার আবার কি হবে। এ সুংসারে আর পাঁচজুনার যা হয় আমারও তাই হবে। ভারী তো দাম মেয়ে মানষির!

কালী। না মেয়ে মানষির আবার দাম কিসির! মেয়ে মানুষ তো আর মানুষ না।

যমুনা। কি দাম আচে মেয়ে মানষির, এ স্থংসারে?

কালী। তুই থাম্‌···স্থংসারডা যেন একা পুরুষ মানষির, না?

যমুনা। একারই তো। সে রুজগার করে তার কথায় সব চলে। নইলি এক কথায় কেউ নিজির মেয়েরে বিক্কিরি করে দিয়ে আসতি পারে—। কুন কাজে নাগে মেয়ে মানুষ? কুন রুজগারডা সে করে? সে শুধু গতরে খাটে। য্যাদ্দিন পারবে খাটবে—তারপর যিদিন গতর ফুরোবে—ঝ্যাঁটা নাতি মেরে বের করে দেবে। এই তো তার দশা।

কালী। এই কতা বুঝি তোরে শিখিয়েচে বেন্দা?

যমুনা। শিকাবে ক্যানে? নিজির চোকি দেখচিনে? ও পাড়ায় ছ্যানা পিসী, বিয়ে হতি না হতি বিধবা হল। শ্বশুর বাড়ীতি ভাত দেলে না—বাপের বাড়ীতিও উঠতি বসতি গঞ্জনা—। তুমারে কি বলব—এই সিদিন—আকা থিকে হাড়ি নামাতি গিয়ে গরম ফ্যান উতলে পড়ল তার হাতের ওপর। পাছে কেউ গাল মন্দ করে সেই ভয়ে কাউরি বলতি পারিনি পর্য্যন্ত। এখুন দেকে এসোগে তার দশা—যন্তন্নায় ছট্‌ফট্‌ কচ্চে, আর চোকির জল ফ্যালচে। না পেয়েচে এক ফুটা ওষুধ, না কেউ একবার চোখির দেখা দেখে! খবর নিয়ে দেখোগে ওই ছ্যানা পিসী—ঐ স্থংসারের জন্যি কি না করেচে—শুধু প্রাণডা দিতি বাকী রেকেচে—

কালী। উরা মানুষ না—মানুষ না—জন্তু···গরু—ছাগল—বুঝলি—

যমুনা। এ স্থংসারে কিডা মানুষ আর কিডা মানুষ না—কে বলে দেবে—দাদা—

কালী। আমি বলচি যমুনা—এ সুংসার থাকবে না থাকবে না—এ সুংসারে পচন ধরেচে—। যে সুংসারে মানুষ মানষির দিকি চায় না—মানষির কথা ভাবে না—সে সুংসারের কাজ কি? আমারে নোকে বলে বুকা, হাবা। আমারে কেউ মানুষ বলে গিরাহ্যি করে না। কিন্তু ক্যানে—? নিকাপড়া শিকিনি বলে—? বই পড়তি পারিনে বলে? কিন্তু ক্যানে? ক্যানে নিকাপড়া শিকাইনি আমারে? ক্যানে মানুষ করিনি? লোকে য্যাখুন বই পড়ে, চিঠি পড়ে, কাগজ পড়ে—আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেকি—। দেকে দেকে বুকির মদ্দি আমার ফেটে যায় যমুনা—কাউরি বলতি পারিনে সে কতা—কাউরি বলতি পারিনে।

যমুনা। আজ শুধু মনে হচ্চে—এতকাল যে সুংসারে কাটিয়ে এলাম—ছোট থিকে এত বড়ডা হলাম—আজ তার সংগে আমার কুনু সম্পক্ক নেই—কুনু সম্পক্ক নেই···

কালী। কিন্তু আমি তা হতি দোব না—যমুনা—আমি তা হতি দোব না।

যমুনা। না—না—দাদা—বাবার কথা তুমি একবার ভেবে দেখো।

কালী। বাবা কি ভেবে দেকেছে তোর কথা? তাকিয়েচে তোর দিকি—? আর কেউ না জানুক আমি তো জানি—বেন্দারে তুই কত ভালবাসিস। মানষিরি ভালবেসে যে মানষির কি সুখ—সে কথা অন্যজুনা বোঝবে কি করে? আরশীগঞ্জের কাটু মণ্ডলের মেয়েরে আমি ভাল বেসেলাম —কিন্তু···সে তো আমারে ভালবাসলে না। তেবু তার জন্যি মন ক্যানে আমার সারাদিন কেঁদে মরে।···

[যমুনা সহসা কালীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে] এই

দেকো—দেকো কি করে দেক—হাবা-গুবা মানুষ আমি ···আমারে তুই···এ কি কচ্চিস ?

যমুনা। হাবা বলে, বুকা বলে কতদিন কত অচ্ছেদ্দা করিচি। বড় বলে মান্যি করিনি। আজ য্যাখুন আমার সব যেতি বসেচে—ত্যাখন [কালীর কাছে সরে গিয়ে একটা হাত গায়ের ওপর তুলে দেয়] তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে দাদা—[কালীর বুকের ওপর পড়ে কাঁদতে লাগল]

কালী। [যমুনার মাথায় হাত বুলোতে লাগল] হ্যাঁ আমি··· আমি তোর দাদা -। দাদা যদি হইতো যেন দাদার মত কাজ কত্তি পারি। তুই জেনে রাখ যমুনা—এ বিয়ে আমি হতি দোবনা --কিছুতিই না--

যমুনা। না—না—দাদা—তুমার পায় পড়ি—

কালী। আমারে তুই ঠেকাস নে যমুনা—তোর সব্বনাশ হতি দিসনে।

যমুনা। আমি বলছি···তুমি আমার কতা শোন।

কালী। আমি কুনু কতা শুনতি চাইনে। শশ্‌কারে গিয়ে আমি সব কতা খুলে বলব—দেখি কি করে এ বিয়ে হয়। [প্রস্থান]

যমুনা। দাদা—[অন্যদিক থেকে বৃন্দাবনের প্রবেশ। হাতে একটা ধামায় কিছু চাল।]

বৃন্দাবন। এই ন্যাও। [দাওয়ার ওপর রাখে] আজ তো চলুক তারপর দেখা যাবে। [হাসতে হাসতে] আরে কি হয়েচে জান ? আমি তো চুপি চুপি ঘরে ঢুকে চাল নিচ্চি। শব্দ পেয়ে মা ভেবেচে বুঝি চোর ঢুকেছে ঘরে ! আজকাল তো আবার দিনে দুপুরেও চুরি হচ্ছে। আর সেকি চীৎকার ! ওগো কোথায় গেলে গো···ঘরে চোর ঢুকেছে গো—কি বিপদ কোথায় যাই। সবে মাত্তর চাল তুলতে

সুরু করেছি—এমন সময় মোটা একটা লাঠি নিয়ে বাবা দরজায় এসে হাজির। এই বেরিয়ে আয় শালা—গুখেকোর বিটা—! দিনে দুপুরি ডাকাতি। তোরে আজ আমি আস্ত পুতব। তারপর যেই আমি সামনে এসে দাঁড়িয়েছি—একেবারে হতভম্ব · আর সেকি হাসি··· তারপর যেই শুনলো তোমাদের জন্যে চাল নিতে এসেছি—তখন বাবা আরও দু'পালি চাল বেশী করে ঢেলে দিল··· হা···হা·· হা ··। [যমুনা কথা না বলে ঘরের দিকে চলে গেল] কি চললে যে—

যমুনা। [পৈঠেয় পা দিয়ে ফিরে না চেয়ে] ফিরিয়ে নিয়ে যাও [ঘরের মধ্যে যাবার জন্যে এগিয়ে যায়।]

বৃন্দাবন। —কেন ?

যমুনা। তুমাদের দয়া কেউ চেতি যায়নি। [প্রস্থানোদ্যোত]

বৃন্দাবন। কি বলচ তুমি ?

যমুনা। ঠিকই বলচি। গরীব আছি আমরা আছি—খাই না খাই আমরা বুঝব, তাতে তুমার কি ! পাড়ার নোকের কি ? তাতে কি আমাদের মান ইজ্জৎ গিয়েচে—না মানসম্মান খুইয়িচি—

বৃন্দাবন। তোমাদের সংগে কি আমাদের সেই সম্পর্ক যমুনা ?

যমুনা। [ফিরে দাড়ায়] কিসির সম্পক্ক ? কুনু সম্পক্ক নেই। অবলা জন্তু জানোয়ারির মদ্দিও যে সম্পক্ক থাকে সে সম্পক্কও আমাদের মদ্দি নেই—মিথ্যে—মিথ্যে—এ সুংসারের সব সম্পক্ক মিথ্যে। [ঘরে চলে যায়। দরজা বন্ধ করে। বৃন্দাবন কি করবে ভেবে না পেয়ে যমুনা কে ডাকবার জন্যে দরজায় ধাক্কা দিতে গেল। কি মনে করে হাতখানা সরিয়ে নীচেয় নেমে আসতেই দেখল চালের

ধামাটা রয়েছে। আস্তে আস্তে চালের ধামাটা নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে কি মনে ভেবে— ফিরে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল] যমুনা…যমুনা…যমুনা…

নেঃ ১ম ব্যক্তি। বেন্দা আছ নাকি—বেন্দা—

বৃন্দা। কে ?

১ম ব্যক্তি। [দ্রুত ১ম ব্যক্তির প্রবেশ] এই যে—তুমার বাড়ীতি জানলাম তুমি এখেনে। নতুন পুকুর থিকে নোক এয়েচে তুমারে খবর দিতি—কারা নাকি মাঠে নেমে জোর ক'রে চরন মণ্ডলের ধান কাটতি নেগেচে—

বৃন্দাবন। এঁ্যা ! আমি তো আজ সকালেই সেখেন থেকে আসছি—

১ম ব্যক্তি। তুমি আসার পরই নাকি এক দল নোক নাটি—সুটা আর দা—কুড়ুল নিয়ে ক্ষেতে নেমে গিয়েছে—

বৃন্দাবন। আপনি ললিত, যুগলকে একটু খবর দিন—আমি এক্ষুনি যাচ্ছি—[১ম ব্যক্তির প্রস্থান। দরজায় ধাক্কা দিয়ে] যমুনা আমি নতুন পুকুরে যাচ্ছি। সেখেনে একটা হাঙ্গামা হবে মনে হচ্চে। যাচ্ছি…চালের ধামাটা বাইরে রইল…নিও কিন্তু—[দ্রুত প্রস্থান]

[সংগে সংগে দরজা খুলে উঠোনে নেমে আসে যমুনা]

যমুনা। চলে—গেল—[ধীরে ধীরে দাওয়ার একটা খুঁটি ধরে দাঁড়ায়। চালের ধামাটা চোখে পড়ল। তার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে সহসা দাওয়ার ওপর লুটিয়ে পড়ে আর্ত্তনাদ করে ওঠে]। আমি আর পারছিনে—গো—আমি আর পারছিনে—[উপুড় হয়ে ফু'লে ফু'লে কাঁদতে লাগল]

[পর্দ্দা]

॥ সপ্তম দৃশ্য ॥

[সন্ধ্যা নামবার আগের মুহূর্ত্তগুলি। একই দৃশ্য। যমুনা দ্রুত প্রবেশ করে। কাঁখে কলসী। চোখে মুখে দুঃশ্চিন্তার ছাপ।]

যমুনা। [ব্যাগ্রকণ্ঠে] দাদা—দাদা—[কলসী রেখে চারদিক খুঁজে দেখে] দাদা—দাদা—[ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখে] দাদা—[ডাকতে ডাকতে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গেল।] অপর দিক থেকে কালী দ্রুত প্রবেশ করে। সংগে ১ম গ্রামবাসী]

কালী। একটু ত্যাড়াও [দ্রুত দাওয়ায় উঠে] যমুনা—যমুনা—[ঘরে যায়। আবার বেরিয়ে আসে] যমুনা—যমুনা—[নেমে আসে] দেখদিনি—বাড়ীঘর ছেড়ে কুথায় গেল ··

১ম ব্যক্তি। শশদার বাড়ী যায়নি তো ?

কালী। হতি পারে। তুমি এট্টু ত্যাড়াও নেতাই···আমি যাবো আর আসবো···[প্রস্থানোদ্যত। ২য় গ্রামবাসীর দ্রুত প্রবেশ]

২য়। নেতাই···কালী···গাঁয়ে পুলুস ঢুকেচে—

সবাই। [একসংগে] এঁ্যা—

২য়। হঁ্যা—

কালী। পুলুস !

২য়। হঁ্যা গো—এই মাত্তর আমি দেখে এলাম

১ম। পুলুস !

২য়। একজন দারোগা—হ্যাট কোট পরা আর তার সংগে পুলুস··

কালী। —শশকারে দেখলে ?

২য়। না—

কালা। বাবারে—

২য়। না—

১ম। আমার মনে নেচ্চে উদির কিছু মতলব আছে।

২য়। আমার কিন্তু কিরকম ভয় কচ্চে—নেতাই

কালী। তুমরা এক কাজ কর—ডোবার ধারে ছাতিম গাছ তলায় গিয়ে দ্যাড়াও—যমুনার সংগে একটা কথা কয়েই আসছি···

১ম ও ২য় ব্যক্তি। তাড়াতাড়ি আসবা [প্রস্থান]

কালী। আচ্ছা—[প্রস্থানোদ্যত। এমন সময় যমুনাকে আসতে দেখে] কুথায় গিইলি বলদিনি বাড়ী ঘর ফেলে···[যমুনা ধীরে ধীরে প্রবেশ করে কালীর মুখের দিকে চেয়ে—স্থির হয়ে থাকে। কালীও হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে] শশকার বাড়ী গিইলি? [যমুনা নিরুত্তর। আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে একটা খুঁটি চেপে ধরে কালীর দিকে পিছন করে দাড়ায়] সবই শুনিচিস তা'হলি··· [কিছুক্ষণ চুপচাপ। সহসা চাপা শব্দ করে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে যমুনা। কান্নার দমকে শরীরটা কাঁপতে লাগল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এল] নতুন পুকুরির ধান কাটা নিয়ে পাঁচু মণ্ডল খুন হয়েছে, তাই পুলুস বেন্দারে ধরে নিয়ে গিয়েচে···বেন্দাই নাকি খুন করেচে·· [একটু থামে] তুই একটু থাক···দেখি, শশকারে কুথাও পাই কিনা···একবার থানায় যেতি হবে···জামিন টামিন পাওয়া যায় কিনা দেখতি হবে···[প্রস্থান করতে গিয়ে থামে] ···বেন্দার সংগে দেখা হলি বলব, সুমায় অসুমায় তুমার নামে কত বেনায় বলিচি···আমারে তুমি মাপ করো···মাপ করো···[বলতে বলতে প্রস্থান। যমুনা

তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে গেল। প্রদীপ জ্বালাল। তুলসী তলায় প্রদীপ রেখে প্রণাম করল। প্রার্থনা করল।]

যমুনা। তুমি তারে দেখ ঠাকুর…তুমি তারে দেখ…তুমি তো জান যা বলিচি…সে কত মিথ্যে…কত মিথ্যে…[এমন সময় উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলতে বলতে প্রবেশ করল সুবল, কালী, ১ম ও ২য় ব্যক্তি। দাওয়ায় গোল হয়ে বসে। যমুনা একটা আলো জ্বেলে দিয়ে দরজার কপাট ধরে দাড়িয়ে থাকে।]

কালী। ঠিক বলছ ?

সুবল। মিথ্যে বলে আমার নাভ ?

কালী। মিথ্যে যদি হয় তালি কিন্তু তুমারে আমি ছেড়ে দোব না কাকা—

সুবল। শুনছ তুমরা—! আমি কি সব মিথ্যে করে নাগাতি এইচি ?—আমার কুন দায়ডা কেঁদেছে শুনি ? বিশ্বেস না হয় যে কোনো নোককে জিজ্ঞেস করে এসোগে, তারাই বলবে…

১ম। তুমি কি নিজির কানে শুনে এয়োচো সুবলদা ?

সুবল। আমি নিজির কানে শুনে এইচি। রতন বিশ্বেসের সংগে থানায় গিয়ে হাজাদ্দা সাক্ষী দিয়ে এয়েচে…নতুন পুকুরির ধান কাটার হাঙ্গামায় বেন্দার নাঠিতি পাঁচু মণ্ডল খুন হয়েচে,—হাজাদ্দা নিজির চোখি তা দেখেচে—

কালী। [আপন মনে] বাবা নিজির চোকি দেখেছে।

২য়। এত বড় মিথ্যে কথা বল্লে !

১ম। কিন্তু নোকে যে বলচে—না !

সুবল। আরে এতো রতন বিশ্বেসের সাজানো ব্যাপার। নিজির নোক দিয়ে পাঁচুমণ্ডলরে খুন করে বেন্দারে ধরিয়ে দিয়েচে। এই তালই তো সে খুজ্জলো এতকাল। নালিশ করেচে কি হারামজাদা—উর জমির ধান নাকি বেন্দা তার নোক জন নিয়ে নুট কত্তি গিয়োলো। আমরা তো শুনে নেই। আমরা গিয়ে দেখি কি জান? গাঁয়ের য্যাত নোক, এস্তক ঘরের বৌ, ঝি পর্য্যন্ত যে যা পেয়েচে—দা-বটি, খুন্তা কুড়ুল, নাঠি-সড়কি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েচে নেটেলদের ওপর—ইর মদ্দি শুনি, কে নাকি খুন হয়েচে। ওমা—দেকতি দেকতি পুলুস এসে বেন্দারে ধরে নিয়ে গেল!

১ম। তাই পুলুস এয়েচে!

সুবল। হাজাদ্দা কমনে?

কালী। সারাদিন কোন খোঁজ নেই—

১ম। তা থাকবে ক্যানে! নইলি সাত কীত্তি করে বেড়াবে কি করে!

সুবল। হাজাদ্দা যে এমন করবে সে তো আমারা স্বপ্নেও ভাবিনি—

১ম। তাই হয় সুবলদা—যে মেঘে বিষ্টি দেয় সেই মেঘের পাছ দিয়ে বজ্র ঘুরাঘুরি করে……

সুবল। তাই বলে শত্তুরির সংগে সাথ দেবে—[তৃয় ব্যক্তির দ্রুত প্রবেশ]

তৃয়। [চাপা গলায়] শুনছো—শশদার বাড়ীর দিকি পুলুস গেল—যে—

সবাই। এঁ্যা—!

তৃয়। হ্যাঁ—আমি আসছি—দেখি চৌকিদারের সংগে তিন জন পুলুস ঢুকল—

সুবল। নেতাই, মধু যাবা একবার—যাওনা, দেখে এসো কি করে……

তৃয়। চল—আমিও যাব—

১ম। ২য়। চল [তিনজনের প্রস্থান। সবাই নির্ব্বাক]

কালী। কুথা দিয়ে যে কি হয়ে যাচ্চে—কিছু বুঝতি পাচ্চিনে। বাবা সেই যে গেল—এত রাত অবধিও ফেরলে না—। যমুনা সারাদিন আজ জল পর্য্যন্ত মুখি দিই নি—আমি যে কি করি !

সুবল। কি বলব—দেখে শুনে যেন কিছু আর বলতি ভরসা পাচ্চি নে…। মানুয যেন কলের পুতুল হয়ে গিয়েছে, যেমন নাচাচ্চে তেমনি নাচ্চে—[১ম, ২য়, তৃয ব্যক্তির দ্রুত প্রবেশ]

১ম। কি বলব সুবলদা—যা খুসী তাই কচ্চে—

২য়। ইটা ভাঙচে, সিটা ভাঙচে—

তৃয়। বাকস, প্যাটরা টেনে টেনে বের করচে—

১ম। আরে—কঁ্যাথা কাপুড় গুন্নুই কি রাখছে। তাই উল্টে পাল্টে গ্যাখছে।

২য়। আবার নাঠি দিযে দিয়ে মেটে হাড়িগুন্ন ভাঙচে—

তৃয়। শশকা বাড়ী এয়েচে দেখলাম, আমাদের বল্ল চলে আসতি। আসচে—বল্লে—

কালী। বল্ল—আসবে— ?

১ম। উরা চলে গেলি—আসবে—

সুবল। ঐ তো—শশদা আসচে—

[শান্ত ভাবে ধীরে শশী প্রবেশ করে। একটু দাঁড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে সকলের একপাশে গিয়ে বসে। সবাই চুপচাপ। রাত্রি বেড়ে যায়]

শশী। [যমুনার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখল] এক গিলাস—জল দিবা মা—[যমুনা জল দিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাড়াল। শশী জল খেয়ে বাইরের দিকে চেয়ে] কি অন্ধকার··· মানষির চারদিকিও যেন এমনি অন্ধকার·· [অনেকক্ষণ পরে। যমুনাকে] বড্ডা কষ্ট পাচ্চ না মা ? [যমুনা চোখ বোজে] জান সুবল·· দুঃখির আগুনি জ্বলে জ্বলে···মা আমার হোমের আগুন হয়ে গিয়েচে······ঐ আমার আমাবস্যের আলো···তাইতো তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম মার কাছে···

সুবল। বেন্দার জামিনির কিছু···

শশী। [ঘাড় নেড়ে জানায় হয়নি] গিয়েলাম মাধব মুক্তারের কাছে···কেউ জামিন হতি চায় না। [ফের ঘাড় নাড়ল] পাঁচশ ট্যাকা ঘুষ চায়···কুথায় পাব অত ট্যাকা···[সবাই চুপচাপ। শশী উঠল] যাই—দেখিতো আজ রাত্তিরির মতন ভেবে চিন্তে।

সুবল। আমরাও যাই—রাত তো আর কম হোল না। আমায় আবার উঠতি হবে অনেক রাতি, যাব সেই আকন্দবেড়ে—চলগো···[তিনজনের প্রস্থান]

কালী। কাকা—তুমি একটু যমুনারে ব'লে ক'য়ে দিয়ে যাও—না খেয়ে কদ্দিন বাঁচবে ?

শশী। [যমুনাকে] মা তুমার মত কি আমিও কি কম অশান্তি পাচ্চি। বুকির ভেতরডা যে আমার কি জ্বালায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে—সে আর তোমারে কি বলব। নিজ্জির ছেলে জেলে গেল। হাজারী—যারে চের কাল আপন ছাড়া পর জ্ঞান করিনি—সেও য্যাখন বাড়ীর নোভে, জমির নোভে তুমারে রতনের সঙ্গে বিয়ে দিতি চেয়েচে,

শত্তুতা ক'রে বেন্দারে পুলুশির হাতে ধরিয়ে দিয়েছে— ত্যাখুন কি আর আমার—[থেমে যায়] তেবু তো বুক বেঁধিছি মা। মানষির মুকির দিকি চেয়ে অন্নজলও মুকি তুলচি—যাহয় এট্যা ব্যবস্থা হবেই। তুমি না খেয়ে থেকোনা। [হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে] আমি বলচি—আমি বেচে থাকতি রতনের সাথে এ বিয়ে হতি দোব না। সুংসারে এত বড় অন্যায় হতি আমি দোব না।

[সহসা কালী শশীর পায় হাত দিয়ে প্রণাম করে। শশী অবাক হয়ে চেয়ে থাকে]

শশী। কালী…

কালী। কিছুনা…

[শশী কালীর মাথায় আশীর্ব্বাদ করার ভঙ্গীতে হাত রাখে। তারপর ধীরে ধীরে চলে যায়]

কালী। [যমুনাকে] নে তুই দু'টো মুকি দে দিনি, [যমুনা নিরুত্তর] দেকো দিনি, কতা বলে না। কিরে ? আমি কি তোর জন্যি সারারাত এখেনে বসে থাকবো ? [একটু চুপ্‌চাপ। হঠাৎ দরজার কপাট ধরে যমুনা ডুকরে কেঁদে উঠল] মর মর—তুরা সব মর দিনি। এট্যু শান্তি পাই—মুখ ফুটে তো আর কিছু বলবিনে—বুকটারে পাথর ক'রে রাখ।

[কালী চলে গেল। যমুনা ঘরের দরজা দিয়ে দিলো। অনেক পরে চাদরে গা ঢেকে প্রবেশ করল হাজারী। সন্তর্পনে আলোটা তুলে নিয়ে চারিদিক ঘুরে ঘুরে ভাল ক'রে দেখে নিল। চাদরের নীচে থেকে দলিল বের ক'রে ভাল ক'রে দেখতে লাগলো]

হাজারী। [মনে হল যেন কোথায় শব্দ হল] কে?
[দলিলটা লুকিয়ে ফেললে। চারদিক দেখে আবার বের ক'রে দেখতে লাগলো। কোচা থেকে টাকা বের ক'রে গুনতে লাগলো। ফিস ফিস ক'রে শব্দ হতে লাগলো]
একশো। এক কুড়ি, দু' কুড়ি, দু' কুড়ি পাঁচ—দু' কুড়ি দশ—হ্যাঁ…[গুছিয়ে বেঁধে ফেল্ল। হুঁকো ধরিয়ে তামাক টানতে লাগলো।]

হাজারী। বাব্বা—কি অন্ধকার! যেন গিলে খেতি আসছে—
[শব্দ শুনে দরজা খুলে যমুনা বেরিয়ে এল]

যমুনা। এত রাত হল যে?

হাজারী। হলো রাত—

যমুনা। কুথায় ছিলে?

হাজারী। সে খোজে তোর দরকার কি? রাত হয়েচে, শুগে যা।

যমুনা। খাবা না?

হাজারী। না—[যমুনা চলে যাচ্ছিল]

হাজারী। শোন্—এক গিলাস জল দে দিনি।

যমুনা। বিছানা ক'রে দিই শোও।

হাজারী। না থাক্। আগে জল দে খাই। [যমুনা জল এনে দিল।] আলোটা আন্ দিনি।—বস্—, আজ বোধ হয় আমাবস্যে না? তাই এত ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। হ্যাঁরে, তোর ভয় করচে না? আমার যেন কেমন ভয় করচে। এত ঘামছি ক্যানে? [চাদরের তলা থেকে দলিল আর টাকা বের ক'রে যমুনার হাতে দিল।]

হাজারী। এইনে—কাঠের সিন্দুকি তুলে রাখ। দলিল আর ট্যাকা আচে। কি—অবাক হ'য়ে দেখচিস কি? হ্যাঁ…হ্যাঁ

ট্যাকা আর দলিল। এক বন্দে বাইশ বিঘে জমি আর নগদ তিনশ ট্যাকা। ওহো…হো…ভাবছিস প্যালাম কি করে? পেইচি পেইচি…বলচি। হাত মুকটা ধুয়ে ফেলি! [কলসীর জলে হাত পা ধুতে ধুতে] আরে—আমি হলাম গিয়ে চাষা। মাটি না হলি কি চাষা বাঁচে? মাটি হচ্চে রুজগেরে বিটা। এই মাটি চষব—এই মাটিতি বেচন ফেলব—কাদা করব—রুয়া পোতবো—তেবে না চাষা? [দাওযায় উঠে এসে] কদ্দিন কার সাধ আজ মিটলো। [হুঁকো টানে] নলিন গোঁসাই তাই বলচোলো—হাজারী—ঠাকুর য্যাখুন মাপায় ত্যাখুন এমনি করেই মাপায়। বন্দকী বাড়ী ফিরে পেলে—জমি পেলে—রতনের মত জামাই পেলে · মেয়ে তুমার যে কি ভাগ্যি করে এয়োলো …[যমুনা দলিল, টাকা ফেলে রেখে ঘরে চলে যায়।]

হাজারী। উঃ ··মন উঠলো না। রাজনন্দিনী—এ বিয়ে আমি দোবই

[শশীর প্রবেশ]

—কিডা? কিডা— ওখেনে?

শশী। আমি শশী—

হাজারী। এখেনে ক্যানে?

শশী। এট্টা কথা শুধুতি এইচি তুমারে—

হাজারী। কি—

শশী। পাপ পুণ্যি মান?

হাজারী। কিসির পাপ। কিসির পুণ্যি?

শশী। মানষির পাপ। মানষির পুণ্যি!

হাজারী। আমি সুখ দুঃখু মানি—

শশী। তার জন্যি তুমি ন্যায় অন্যায় মানবা না?

হাজারী। ন্যায় অন্যায় ? আমার সুক দুঃখির কাছে আবার ন্যায় অন্যায় কি ? আমি য্যাখুন না খেয়ে মরি ত্যাখুন কেউ দেখতি আসে ?

শশী। এই মানষিই আসে—

হাজারী। কেউ আসেনা। য্যাখুন আমার বাড়ী ডিক্রি হয়ে যাচ্ছোলো—ত্যাখুন কুন সুম্মুন্দি এসে দাড়িয়োলো ?

শশী। বলেলে কাউরি ?

হাজারী। বলবো আবার কারে ?

শশী। বলবার কি মুক রেকোচো তুমি ?

হাজারী। কারুর দোর ধরতি যায় না হাজারী।

শশী। মেয়েরে বিক্কিরি কত্তিতো দোর ধত্তি পার।

হাজারী। মেয়ে আমার—তা নিয়ে তুই কথা বলবার কে ?

শশী। না, মেযে তুমার না। আমি কথা দিইচি—এই ফাল্গুনির মদ্দি—মারে আমি ঘরে নিয়ে যাবো।

হাজারী। বেন্দার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে আমি দোব না।

শশী। রতনের সাথেও বিয়ে হতি আমরা দোব না—

হাজারী। [চীৎকার করে] শশী—

শশী। তুমার হাক ডাকে আজ আর কেউ ভয় করে না। তুমি কি মানুষ ? [যমুনা বেরিযে আসে]

হাজারী। [চীৎকার করে] বের শালা—আমার বাড়ী থিকে, বেরো—। [একটা চেলা কাঠ দিয়ে শশীর মাথায় মারলো। শশী পড়ে যায়।] বেরো···

যমুনা। বাবা ! [যমুনা ছুটে গিয়ে শশীকে ধরে]

হাজারী। শশী—[হাজারী ছুটে কাছে যায়, শশীর রক্তাক্ত মাথাটা

দেখে ভয়ে কয়েক পা যন্ত্র চালিতের মত পিছিয়ে এসে হতবাক হয়ে যায়]

শশী। [আস্তে আস্তে উঠতে থাকে] ভালই হয়েছে মা—ভালই হয়েছে। ন্যায় অন্যায়—পাপ পুণ্যি যদি থাকে তো এই মানষির মদ্দিই আছে। এই মানষি ন্যায় করে এই মানষিই অন্যায় করে। ইর বিচার সেই করবে। রাত বোধ হয় শেষ হয়ে এল—না মা? যাই—বেন্দার মামলার ট্যাকা এ্যাখুনু জুগাড় হয়নি। পাঁচশো ট্যাকা নাগবে! যাই— [প্রস্থান]

যমুনা। [অস্ফুট কণ্ঠে] পাঁচশো ট্যাকা! [ধীরে ধীরে ঘরে যায়। হাজারী দলিলটা আর টাকা কুড়িয়ে নিয়ে দাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে দলিলটার দিকে চেয়ে বসে থাকে। অনেক পরে যমুনা বেরিয়ে আসে]

দ্যাও—তুলে রাখি—

হাজারী। [বিস্ময়ে] এ্যাঁ!

যমুনা। [হাজারীর হাত থেকে নিল] উনি খুব বড়নোক না বাবা! …কত ট্যাকা পয়সা—স্না দানা—আমি কিছু চেলি তিনি দেবেন না?

হাজারী। এ্যাঁ!

যমুনা। তিনার কাছে আমি এটা ভিক্ষে চাব—

হাজারী। ভিক্ষে!

যমুনা। আমাকে আজই পাঁচশো ট্যাকা দিতি হবে!

হাজারী। ওঃ [হাজারী অনেকক্ষণ ভাবে] রাত বোধহয় আর বেশী নেই—নারে? কি ঘুরঘুট্টি অন্ধকারই না ছিল। এ্যাখুন যেন একটু একটু ফরসা হচ্চে। হ্যাঁ,—ঐ যে বাঁশ

ঝাড়টার ডগা গুনু—গুণা যাচ্চে। ঐ যে···এক···ডুই···তিন···আর তো দেরী করা চলে না—দে দিনি ওগুনু—পা চালিয়ে দিয়ে আসি।

সুবল। [নেপথ্যে] শশদা—শীগ্‌গির এস। তুমার বিলির মাঠের ধান কেটে নিযে গেল—শশদা—

হাজারী। কিডা—সুবলের গলা না ? [উৎকর্ণ হয়ে শোনে। সুবলের চীৎকার আবার শোনা যায়। কিছু পরে সুবল প্রবেশ করে]

সুবল। [হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করে] কালী—কালী, এ কি হাজাদ্দা···[থমকে দাড়িয়ে যায়] —শশদার বিলির মাঠের ধান কারা কেটে নেচ্ছে। শশদাকে বলতি গিযেলাম—তা সে তো বাড়ি নেই—

হাজারী। শশীর ধান ?

সুবল। আমি যাচ্চেলাম আকন্দ বেড়ে—ঘোর থাকতি থাকতি বেরিয়ে বিলির খোল দিয়ে যাচ্চি, খানিক আগুতি গিয়ে দেখি- এক সার নোক ধান কেটে তোলচে—ঠিক আঁচ করলাম—ও শশদার আলির ধান। ত্যাখুনি তো ছুটে এ্যালাম—

হাজারী। বুঝিচি—বুঝিচি, ছ্যাড়াও ! [যমুনার হাত থেকে দলিল টাকা নিয়ে সুবলের হাতে দিয়ে] সুবল ! ট্যাকা কডা আর দলিলটা রতন বিশ্বেসের হাতে দিয়ে বলবা—

যমুনা। [চীৎকার করে] না—না—

হাজারী। যে মাটিতি নাঙ্গল দিই—যে মাটিতি ধান বুনি, সে মাটি আমাদের। জেবন থাকতি তারে আমরা পরের হাতে ছেড়ে দিতি পারব না ! [প্রস্থানোদ্যত]

যমুনা। বাবা! [হাজারীকে ধরে]

হাজারী। ওরে ছাড়···আমি জানি শশীর ধান কেটে নিয়ার জন্যি নেঠেল নাগিয়েচে ঐ রতন বিশ্বেস। যেই ত্যাকবে দলিল ফেরৎ দিইচি ত্যাখুন সে কাউরি রিযাৎ দেবে না। শশী, আমি, নেতাই, যুগলো, বিশে—কেউ বাদ যাবে না [জোর করে বেরিয়ে গেল]

যমুনা। বাবা! [সুবলকে] কাকা-

সুবল। যাই মা! এই পাপ আগে বিদেয় করে আসি!

[প্রস্থান]

॥ **পর্দ্দা** ॥

॥ অষ্টম দৃশ্য

[সকাল। দাওয়ার উপর হাজারী শুয়ে আছে। মাথায় বড় ব্যাণ্ডেজ বাধা। একপাশে একটা জলের ফেরো। যমুনা পাখার বাতাস করছে। হাজারী যন্ত্রণায় ছটফট করছে। কালী পাশে বসে]

হাজারী। আঃ···আঃ···উঃ···মাগো ··[ঝিমিয়ে পড়ে]

যমুনা। বড্ডা যন্ত্রণা হচ্ছে বাবা ?

হাজারী। আঃ···হাঃ···উঃ ··মাগো···

যমুনা। একটু জল খাবা ? দোবো ?

কালী। ডাকিস নে ! ঘুমুতি দে

যমুনা। ওষুধ দিবার সুমায় হল যে।

কালী। পরে দিস ! আমি এট্যু বাল্লিক জ্বাল দিয়ে আনি, নুন আর নেবুর রস দিয়ে খাইয়ে দে এক ঢোক।

[প্রস্থানোগ্যত]

যমুনা। সুবল কাকাতো এ্যাখনো এল না !

কালী। তা খুজে না পেলি কি করবে ? শশকা তো বলে যায়নি যে অমুক ঠেঁই যাচ্ছি—

যমুনা ! কিন্তু এদিকি যে চ্যাতন পেলিই কাকারে খোজচে—

কালী। বলবি—এই এল বলে !

যমুনা। তুমি কিন্তু বেশী দেরী কোর না। বাবা চেচালি আমার কি রকম ভয় করে।

কালী। এখন ত একটু ঝিম মেরেছে, তেমন হলি ডাকবি।

[প্রস্থান]

হাজারী। [সহসা চীৎকার করে] ওরে নেলে—নেলে—নিয়ে নেলে…

যমুনা। বাবা—বাবা !

হাজারী। শশী, নেতাই, যুগলো,—শীগগির আয়…ধান কেটে নেলে… ধান কেটে নেলে—ওরে আমার নাঠি…আমার সড়কি !

যমুনা। বাবা—কি হয়েচে। দাদা—শীগ্‌গির এসো—দাদা—

হাজারী। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে আমারে। একবার দেখে নেই সুম্মুন্দির বিটাদের। শালাদের কি জুতই না নেগেছে ! এ কাটচে উর ধান—ও কাটচে ইর ধান। শালারা কি বাবাকেলে ধান পেয়েচে। আমরা রইচিনা জমির পাশে। অমরা জানি নে কে চষেচে।

যমুনা। বাবা…শোও…বাবা…

হাজারী। ছেড়েদে…আমি যাব…আমারে যেতি দে…

যমুনা। বাবা, ডাক্তার যে উঠতি বারন করেচে !

হাজারী। এঁ্যা…বারণ করেচে ? এট্যু জল—জল…

যমুনা। [শুইয়ে দিয়ে] তুমি শোও, দিচ্চি !

[জল খাইয়ে দিল। কালীর প্রবেশ]

কালী। কি হল ?

যমুনা। তুমি একবার ডাক্তার কাকারে খবর গ্যাও !

কালী। খবর দিয়ে কি হবে, মাথায় চোট নেগেচে বেশী ওরকম হবে।

যমুনা। তা হোক—তবু যাও একবার…

কালী। বলচিস্ যাচ্চি— [প্রস্থান]

হাজারী। কে ? কে ? কে এল ? শশী ? শশী—

যমুনা। কই—কেউ নাত !

হাজারী। কেউ না··· কিসির শব্দ হল যেন···

যমুনা। কই—নাত!

হাজারী। আমার মনে হল যেন কিডা এল···

যমুনা। শশী কাকাতো এখনও ফিরিনি।

হাজারী। এখনও ফিরিনি? কত বেলা নাগে ফিরতি?

যমুনা। এই এল ব'লে। তুমি এট্যু চুপ করে ঘুমোও—

হাজারী। ঘুমুবো! ঘুম যে আসছে না। আমার মন বলচে, শশী আর আসবে না!

যমুনা। কে বলেচে আসবে না! একটু পরেই আসবে।

হাজারী। আসবে! আমার যেন মনে হচ্ছে সবাই যেন আমারে ফেলে কত দূরি চলে যাচ্ছে।—আমি কত ডাকচি পেছন থিকে—তেবু তাবা থামচে না। ওগো আমারি নিয়ে যাও···নিয়ে যাও··· এত বড় সংসারে আমি একা থাকতি পারবো না··

যমুনা। বাবা!

হাজারী। কালী—যমুনা—শশী···সব কুথায় গেলি?

যমুনা। এই তো! এই তো আমরা!

হাজারী। কই—কই···শশী···শশী···তারে যে আমি তাড়িয়ে দিইচি—

যমুনা। কেউ যায়নি, সব আছে। তুমি এট্যু ঘুমোও,

হাজারী। ঘুমুবো! হ্যাঁ···ঘুমুবো! কত রাত যে দু' চোকির পাতা এক করিনি···কত রাত যে জেগে জেগে শুধু ভেবিচি—নিজির জমি হবে···নিজির খামারে ধান ওঠবে···যমুনা—যমুনা—আজ আমি এট্যু ঘুমুবো··· [সুবলের প্রবেশ]

যমুনা। [ইশারা করে পাশে ডেকে নিয়ে] কাকা এয়েচে?

সুবল। না—প্যালাম না। কাছে পিঠি কুনু গাঁয়ে নেই। আমার মন বলচে শশদা কেষ্টগঞ্জে গিয়েচে।

যমুনা। সে যে অনেক দূর!

সুবল। তা ঠেক। য্যাখুন যেতিই হবে। ভিটে বন্দক রেখে ট্যাকা দিতি সাতকড়ি বিশ্বেস ছাড়া আর কে আছে এ দিগরে?

যমুনা। কিন্তু এদিকি বাবারে যে আর রাখা যাচ্ছে না। চ্যাতন পেলিই কাকারে খোঁজচে।

হাজারী। কে? কে? শশী? শশী এইচিস?

সুবল। [কাছে যায়] আমি সুবল—আমি সুবল হাজাদ্দা—

হাজারী। ও -সুবল! শশী আসিনি বুঝি!

সুবল। না এখনও এসে পৌঁছযনি।

হাজারী। আমি জানি সে আসবে না। এ আমার পাপের পিরতিফল সুবল—আমার ভরা চাঁদে রাহু ধরেচে।

সুবল। রাহু ছেড়ে যায় হাজাদ্দা!

হাজারী। না—না—এ যে আমার কাল রাহু।

সুবল। শশদা খবর পেলি নেচ্চায় আসবে!

হাজারী। আসবে! আসবে! এলি বলব—শশী—শুধিয়ে গ্যাখ—সব্বাই জানে—আমি নিতি দিইনি। ধান নিতি দিইনি। আমি, নেতাই, যুগলো, বিশে—

সুবল। জানি হাজাদ্দা—তুমি না থাকলি—নেতাই, যুগলো, বিশে উরা না থাকলি—কেউ আজ ঐ ধান ঠেকাতি পার্ত্ত না! তুমি এ্যাখুন এট্যা থির হয়ে শোও!

হাজারী। শোব! শুতি যে পাচ্চিনে! শরীলির মধ্যি আমার য্যান সব বিঁধিয়ে যাচ্চে। গ্যাখতো—গ্যাখতো যমুনা—আমার গায়ে কি সব বেরিয়েচে!

যমুনা। [দেখে] কই—না তো !

হাজারী। তুরা দেখতি পা'চ্চিস নে। বিষ···পাপের বিষ !

যমুনা। তুমি এট্যু ঘুমোও তো।

হাজারী। না—না, শোব না, শোব না ! আমার শরীলির মদ্দি আনচান করচে ! দেহ পুড়ে যাচ্চে ! ওরে যমুনা —কালী······

যমুনা। না না······তুমার কিচ্ছু হয়নি······কিচ্ছু হয়নি বাবা !

হাজারী। হ্যাঁ···হ্যাঁ হয়েচে···ওরে আমি যে সাক্ষী দিয়েলাম ; মিথ্যে সাক্ষী ! ট্যাকা নিয়ে বেন্দারে আমি পুলুসি দিইচি ! তোরে আমি রতনের হাতে দিতি চেয়েলাম ! ওরে আমার গা জ্বলে গেল ! যমুনা···কালী···শশী···

যমুনা। বাবা !

হাজারী। দেখি, দেখি—দেখি তোর মুখখানা, কাছে আয় ! হ্যাঁ ···হ্যাঁ···এইত সেই মুখ ! এই মুকি ত আবার আমি সব দেখতি পাচ্ছি ! সেই যে ভোরবেলা আকাশ ফরসা হত —গাছ-গাছালিতি রোদ নেগে সুনার বন্ন দেখাতো ! সেই যে আমার ক্ষেত খামার···মানুষ জন, আত্মবন্ধু—

[শশীকে সংগে করে কালীর প্রবেশ]

কালী। বাবা ! কাকা এয়েচে, শশীকাকা—

হাজারী। এঁ্যা···[হাজারী যেন স্তব্ধ হয়ে গেল ! শশী দূরে বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে। হাজারী আনন্দে বেদনায় নির্ব্বাক হ'য়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল ! চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সহসা উঠে দাঁড়াতেই শশী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে]

শশী। হাজারী !

হাজারী। শশী!

শশী। আমি সব শুনিচি, সব শুনিচি—

হাজারী। শশী—ঐ রতন…ঐ ছিপতি…উরা আমাদের মদ্দি ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে ধান কেটে নিতি চেয়েলো। উরা আমাদের শত্তুর… শত্তুর…

[দূরে আঙ্গুল দিয়ে দেখায়]

[পর্দ্দা]

সমাপ্ত